পারা ২৪

﴿٣٢﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ

৩২। ফামান্ আজ্‌লামু মিম্মান্ কাযাবা আলা ল্লা-হি অকায্‌যাবা বিছ্‌ছিদ্‌ক্বি ইয্ জ্বা — য়াহ্; আলাইসা
(৩২)তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, আর তার নিকট যখন সত্য আসে তখন তা

فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ

ফী জ্বাহান্নামা মাছ্‌ওয়া ল্লিল্ কা-ফিরীন্। ৩৩। অল্লাযী জ্বা — য়া বিছ্‌ছিদ্‌ক্বি অছোয়াদ্দাক্বা বিহী ~উলা — য়িকা
প্রত্যাখ্যান করে; আর কাফেরদের বাসস্থান কি জাহান্নাম নয়?(৩৩) আর যারা সত্য নিয়ে আসল, আর যারা তা সত্য বলে সমর্থন

هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۞

হুমুল্ মুত্তাক্বূন্। ৩৪। লাহুম্ মা-ইয়াশা — য়ূনা 'ইন্‌দা রব্বিহিম্; যা- লিকা জ্বাযা — য়ুল্ মুহ্‌সিনীন্।
করল, এরূপ লোকেরাই মুত্তাকী।(৩৪) তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে তাদের প্রাপ্য সবকিছু, এটাই নেককারদের প্রাপ্য।

﴿٣٥﴾ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي

৩৫। লিইয়ুকাফ্‌ফিরাল্লা-হু 'আন্‌হুম্ আস্‌ওয়া আল্লাযী 'আমিলূ ওয়াইয়াজ্‌যিয়াহুম্ আজ্‌রহুম্ বি আহ্‌সানিল্ লাযী
(৩৫) যে আল্লাহ তাদের কৃত মন্দকর্মসমূহ দুরীভূত করে দিবেন, তাদের সৎকর্মের বিনিময়ে তাদেরকে পুরস্কার প্রদান

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٦﴾ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ

কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৩৬। আলাইসাল্লা-হু বিকা-ফিন্ 'আব্‌দাহ্; অ ইয়ুখাওয়্যিফূনাকা বিল্লাযীনা মিন্
করবেন। (৩৬) আল্লাহ কি তাঁর বান্দাহ্‌র জন্য যথেষ্ট নন? আর তারা আপনাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ভয় দেখায়।

دُونِهِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٧﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۗ

দূনিহ্; অমাইঁ ইয়ুদ্বলিলিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিন্ হা-দ্। ৩৭। অ মাই ইয়াহ্‌দিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিম্ মুদ্বিল্;
যাকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। (৩৭) আর আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন তাকে পথভ্রষ্ট কারার কেউ নেই।

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٨﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

আলাইসা ল্লা-হু বি 'আযীযিন্ যিন্ তিক্বা-ম্। ৩৮। অ লায়িন্ সায়াল্‌তাহুম্ মান্ খলাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বোয়া
আল্লাহ কি পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? (৩৮) আর যদি আপনি তাদের প্রশ্ন করেন, আকাশ মণ্ডল ও ভূমণ্ডল কে সৃষ্টি

لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ

লাইয়াক্বূ লুন্না ল্লা-হ্; ক্বুল্ আফারয়াইতুম্ মা-তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি ইন্ আর-দানিয়াল্লা-হু বিদ্বু রিন্
করেছেন? তারা বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন, বলতঃ যদি আল্লাহ আমার ক্ষতি করতে চান, তবে তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর

আয়াত-৩২ঃ অর্থাৎ নবী ও আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করলে, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হবে? আর তিনি সত্যবাদী হলেন, অথচ তোমরা তাকে বিশ্বাস করলে না, তবে তোমাদের চেয়ে বড় জালিম কে হতে পারে? (মুঃ কোঃ)
আয়াত-৩৩ঃ যিনি সত্য নিয়ে আসলেন, তিনি হলেন নবী আর যারা সত্যকে বিশ্বাস করল, তারা হলেন মু'মিন। (মুঃ কোঃ)
শানেনুযূল ঃ আয়াত-৩৬ঃ উপরের কয়েকটি আয়াতে একত্ববাদের সত্যতার এবং মুশরিকদের অসারতার প্রমাণ রয়েছে। এ বিষয়গুলো শ্রবণ করে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে বলত, আমাদের দেবতাদের সাথে বে-আদবী করবেন না। করলে আমরা তাদের নিকট প্রার্থনা করে আপনাকে উন্মাদ বানিয়ে দিব। এ প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হয়। (লুঃ নুঃ)

هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ

হাল্ হুন্না কা-শিফা-তু দুর্‌রিহী ~ আও আর-দানী বিরহ্‌মাতিন্ হাল্ হুন্না মুম্‌সিকা-তু রহ্‌মাতিহ্; ক্বুল্

তারা কি ওই ক্ষতি দূর করতে সক্ষম? অথবা আল্লাহ যদি দয়া করতে চান, তবে তারা কি রোধ করতে সক্ষম? আপনি বলুন,

حَسْبِىَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٣٩﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ

হাস্‌বিয়াল্লা-হ্; 'আলাইহি ইয়াতাওয়াক্কালুল্ মুতাওয়াক্কিলূন্। ৩৯। ক্বুল্ ইয়া-ক্বওমি'মালূ 'আলা-মাকা-নাতিকুম্

আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। নির্ভরশীলরা আল্লাহ উপরই নির্ভর করে থাকে। (৩৯) বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! স্ব স্ব স্থানে

اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٠﴾ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ

ইন্নী 'আমিলুন্ ফাসাওফা তা'লামূন্। ৪০। মাইঁইয়াতীহি আযা বুইঁইয়ুখ্‌যীহি অ ইয়াহিল্লু 'আলাইহি

কাজ কর, আমিও আমার কাজ করি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৪০) কার উপর আপতিত হবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি

عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٤١﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى

'আযা-বুম্ মুক্বীম্। ৪১। ইন্না ~ আন্‌যাল্‌না- 'আলাইকাল্ কিতা-বা লিন্না-সি বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি ফামানিহ্ তাদা-

আর কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি। (৪১) আপনাকে মানুষের জন্য সত্য কিতাব দিলাম, পথ পেলে নিজের

فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٤٢﴾ اَللّٰهُ ৪ ع ১০ ১ রুকু

ফালিনাফ্‌সিহী অমান্ দ্বোয়াল্লা ফাইন্নামা-ইয়াদ্বিল্লু 'আলাইহা- অমা ~ আন্‌তা 'আলাইহিম্ বিঅকীল্। ৪২। আল্লা-হু

কল্যাণ, আর পথভ্রষ্ট হলে নিজেরই ক্ষতি। আর আপনি তো তাদের দারোগা নন। (৪২) আল্লাহই

يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِىْ

ইয়াতাওয়াফ্‌ফাল্ আন্‌ফুসা হীনা মাওতিহা-অল্লাতী লাম্ তামুত্ ফী মানা-মিহা-ফাইয়ুম্‌সিকুল্ লাতী

জীবের প্রাণসমূহ তাদের মৃত্যুর সময় হরণ করে থাকেন, আর যার মৃত্যু আসেনি তারও নিদ্রাবস্থায়। অতঃপর যার

قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ

ক্বাদ্বোয়া- 'আলাইহাল্ মাওতা অইয়ুর্‌সিলুল্ উখ্‌র ~ ইলা ~ আজালিম্ মুসাম্‌মা; ইন্না ফী যা-লিকা

মৃত্যুর সিদ্ধান্ত হয় তার প্রাণ তিনি রেখে দেন, অপরগুলো এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফিরিয়ে দেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٣﴾ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ؕ قُلْ اَوَلَوْ

লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বওমিঁই ইয়া তাফাক্কারূন্। ৪৩। আমিত্তাখযূ মিন্ দূনিল্লা-হি শুফা'আ — য়; ক্বুল্ আওয়ালাও

চিন্তাশীল লোকদের জন্য। (৪৩) তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সুপারিশকারী হিসেবে ধরেছে? আপনি বলুন, যদি তাদের

كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ لَهٗ مُلْكُ

কা-নূ লা-ইয়াম্‌লিকূনা শাইয়াঁও অলা-ইয়া'ক্বিলূন্। ৪৪। ক্বুল্ লিল্লা-হিশ্ শাফা- 'আতু জ্বামী'আন; লাহূ মুল্‌কুস্

ক্ষমতা ও জ্ঞান না থাকে তবুও? (৪৪) আপনি বলুন, সকল সুপারিশ তো সম্যকরূপে আল্লাহরই ইচ্ছার অধিন, তিনিই মালিক

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ

সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি; ছুম্মা ইলাইহি তুর্জ্বা'উন। ৪৫। অইযা-যুকিরাল্লা-হু ওয়াহ্দাহুশ্ মায়ায্যাত্
আকাশ মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের, তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।(৪৫) আর যখন আল্লাহর কথা যারা পরকালে অবিশ্বাসী

قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ

কু-লূবুল্ লাযীনা লা-ইয়ু"মিনূনা বিল্আ-খিরতি অইযা-যুকিরাল্ লাযীনা মিন্ দূনিহী ~ ইযা-হুম্
তাদেরকে শুনানো হয় তখন তাদের মন সংকুচিত হয়, আর যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যদের নাম উল্লেখ করা হয় তখন

يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٦﴾ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

ইয়াস্তাব্শিরূন্। ৪৬। কু্লি ল্লা-হুম্মা ফা-ত্বিরস্ সামা-ওয়া-তি অল্আর্দ্বি 'আ-লিমাল্ গইবি অশ্শাহা-দাতি
তাদের মন প্রফুল্ল হয়।(৪৬) আপনি বলুন, হে আল্লাহ, আপনি আকাশ মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা, দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞানী!

اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ

আন্তা তাহ্কুমু বাইনা 'ইবা-দিকা ফী মা-কা-নূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন্। ৪৭। অলাও আন্না লিল্লাযীনা
আপনি মিমাংসা করবেন আপনার ঐ সব বিষয়ে যাতে তারা মতভেদ করত বান্দাহদের মধ্যে। (৪৭) আর যদি যমীনের

ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ

জোয়ালামূ মা-ফিল্ আর্দ্বি জ্বামী'আঁও অমিছ্লাহূ মা'আহূ লাফ্তাদাও বিহী মিন্ সূ — য়িল্ 'আযা-বি
সকল বস্তু এবং সম পরিমাণ বস্তুও জালিমদের থাকে, আর পরকালে কঠিন শাস্তি হতে মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করতে

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۖ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ

ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; অ বাদা-লাহুম্ মিনাল্লা-হি মা-লাম্ ইয়াকূনূ ইয়াহ্তাসিবূন্। ৪৮। অবাদা-লাহুম্ সাইয়িয়া-তু
চায়, তবে এমন কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হবে যা তারা ভাবেও নি।(৪৮) তাদের সামনেই প্রকাশিত হবে তাদের

مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ

মা-কাসাবূ অহা-ক্বা বিহিমি্ মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিয়ূন্। ৪৯। ফাইযা মাস্সাল্ ইন্সা-না দ্বুর্রুন
অপকর্মের ফল এবং যা নিয়ে বিদ্রুপ করত তা তাদেরকে বেষ্টন করবে। (৪৯) মানুষ যখন দুঃখে পড়ে, তখন আমাকে

دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَاۤ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ۖ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ

দা'আ-না- ছুম্মা ইযা-খাওয়্যাল্না-হু নি'মাতাম্ মিন্না-ক্বা-লা ইন্নামা ~ ঊতীতুহূ 'আলা-'ইল্ম্; বাল্ হিয়া ফিত্নাতুঁও
আহ্বান করে, আর যখন তাদের প্রতি করুণা করি, তখন তারা বলে, 'এটা তো আমরা জ্ঞানের দ্বারাই লাভ করেছি। বরং

وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٠﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ

অলা-কিন্না আক্ছারহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ৫০। ক্বদ্ ক্ব-লাহাল্লাযীনা মিন্ ক্বব্লিহিম্ ফামা ~ আগ্না- 'আন্হুম্
এটা পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অনেকেই তা বুঝে না। (৫০) তাদের পূর্ববর্তীরাও এটা বলত, কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের ২

مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥١﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ

মা-কা-নূ ইয়াক্সিবূন্। ৫১। ফাআছোয়া-বাহুম্ সাইয়িয়া-তু মা-কাসাবূ ; অল্লাযীনা জোয়ালামূ মিন্ হা ~ উলা — য়ি
কোন কাজে আসে নি। (৫১) অনন্তর তাদের কর্মের মন্দফল তাদেরই, আর এদের মধ্যে যারা জুলুম করে তাদের উপর

سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۖ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٢﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

সাইয়ুছীবুহুম্ সাইয়িয়া-তু মা- কাসাবূ অমা-হুম্ বিমু'জ্বিযীন্। ৫২। আওয়া লাম্ ইয়া'লামূ ~ আন্নাল্লা-হা
আপতিত হয় তাদের কর্মের মন্দফল, আর তারা তা ব্যর্থ করতে পারবে না। (৫২) এরা কি জানে না যে, আল্লাহ্ ৫ ع ১১ ২ রুকু

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ

ইয়াব্সুতুর রিয্কা লিমাই ইয়াশা — য়ু অইয়াক্বদির্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বাওমিঁই ইয়ু'মিনূন্। ৫৩। ক্বুল্
ইচ্ছামত ব্যক্তির রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং হ্রাস করেন; এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে মু'মিনদের জন্য। (৫৩) আপনি বলুন,

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

ইয়া-'ইবাদিয়াল্ লাযীনা আস্রাফূ 'আলা ~ আনফুসিহিম্ লা-তাক্ব্নাতূ মির্ রহ্মাতিল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা
হে বান্দাহরা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর রহমত হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا

ইয়াগ্ফিরুয্ যুনূবা জামী'আ ইন্নাহূ হুওয়াল্ গফূরুর্ রহীম্। ৫৪। অ আনীবূ ~ ইলা-রব্বিকুম্ অআস্লিমূ
তোমাদের সব পাপ ক্ষমা করে দিবেন, তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।(৫৪) আর তোমরা অভিমুখী হও তোমাদের রবের,

لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿٥٥﴾ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ

লাহূ মিন্ ক্বাবলি আঁই ইয়া''তিয়াকুমুল্ 'আযা-বু ছুম্মা লা-তুন্ছোয়ারূন্। ৫৫। অত্তাবি'উ ~ আহ্সানা
আর তোমাদের উপর শাস্তি আসার পূর্বে তাঁর নিকট সমর্পিত হও; পরে তোমরা সাহায্য পাবে না। (৫৫) তোমরা তোমাদের

مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ

মা ~উন্যিলা ইলাইকুম্ মির্ রব্বিকুম্ মিন্ ক্বাব্লি আঁই ইয়া''তিয়াকুমুল্ 'আযা-বু বাগ্তাতাঁও অআন্তুম্
রবের পক্ষ হতে অবতীর্ণ উত্তম বিষয়সমূহ অনুসরণ করে চল; তোমাদের উপর অতর্কিতে ও তোমাদের অজ্ঞাতসারে আযাব

لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ

লা-তাশ্'উরূন্। ৫৬। আন্ তাকূলা নাফ্সুঁই ইয়া-হাস্রতা- 'আলা- মা-ফার্রত্ তু ফী জাম্বি ল্লা-হি
অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। (৫৬) (তাদের মধ্যে) কোন লোক বলবে, হায় আফসোস! আল্লাহর দেয়া কর্তব্যে আমি ত্রুটি করেছি,

শানেনুযূল ঃ আয়াত ঃ ৫৩ ঃ যারা শিরক করে, স্বীয় কামনা ও প্রবৃত্তির বশে থাকে, নানা অবাধ্যতা ও অপরাধ প্রবণতা, হত্যা ব্যভিচার ইত্যাদি জঘন্য অপরাধে লিপ্ত একদল একবার রাসূল (ছ ঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ। তুমি যে ঈমান ও তাওহীদের প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ তা অবশ্যই সুন্দর ও সত্য। কিন্তু এটা বল দেখি, ঈমান গ্রহণের ফলে আমাদের অতীত অবাধ্যচরণ ও পাপসমূহ মাপ হবে কি না? তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। রূহুল মা'আনীতে ইবনে জুবীরের উদ্ধৃতি সহকারে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এরই সমানুবর্তী বর্ণনা রয়েছে। লবানুননুকুলে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে এটা বর্ণিত আছে যে, আমরা বলে থাকতাম যে, মুশরিকরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হলেও তাদের তওবা কবুল হবে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ছঃ) যখন মদীনা নগরীতে আগমণ করলেন তখন তাদের ব্যাপারে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّٰخِرِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

অইন্ কুন্তু লামিনাস্ সা-খিরীন্। ৫৭। আও তাকূ্লা লাও আন্নাল্লা-হা হাদা-নী লাকুন্তু মিনাল্ মুত্তাক্বীন্।
আমি বিদ্রূপকারী ছিলাম। (৫৭) বা কাউকে যেন না বলতে হয়, যদি আল্লাহ হিদায়াত দিতেন, তবে আমি মুত্তাকী হতাম।

﴿٥٨﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

৫৮। আও তাকূ্লা হীনা তারল্ 'আযা-বা লাও আন্না লী কার্রতান্ ফাআকূনা মিনাল্ মুহ্সিনীন্।
(৫৮) অথবা আযাব দেখে বলবে, কতই না ভাল হত যদি আমাকে পুনরায় প্রেরণ করা হত, তবে আমি পুণ্যবান হতাম।

﴿٥٩﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ ءَايَٰتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ

৫৯। বালা-ক্বদ্ জ্বা — য়াত্কা আ-ইয়া-তী ফাকায্যাব্তা বিহা-অস্তাক্বার্তা অকুন্তা মিনাল্
(৫৯) নিশ্চয়ই তোমার কাছে তো আয়াত এসেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অহংকার করেছিলে, কাফের

الْكَٰفِرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيَوْمَ الْقِيَٰمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ

কা-ফিরীন্। ৬০। অইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি তারল্ লাযীনা কাযাবূ 'আলাল্লা-হি উজ্বূ হুহুম্ মুস্ওয়াদ্দাহ্;
ছিলে।(৬০) আর কেয়ামতের দিন আল্লাহর প্রতি যারা মিথ্যারোপ করেছিল তাদের মুখ আপনি কালো দেখতে পাবেন, আর

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦١﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا

আলাইসা ফী জ্বাহান্নামা মাসওয়াল্ লিল্মুতাকাব্বিরীন্। ৬১। অইয়ুনাজ্জিল্লা হুল্-লাযীনাত্ তাক্বও
যারা অহংকার করেছিল তাদের আবাস কি জাহান্নাম নয়? (৬১) আর যারা মুত্তাকী আল্লাহ তাদেরকে সফলতার সাথে হেফাজত

بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ اللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ

বিমাফা-যাতিহিম্ লা-ইয়ামাস্সুহুমুস্ সূ — য়ু অলা-হুম্ ইয়াহ্যানূন্।৬২। আল্লা-হু খ-লিকু্ কুল্লি শাইয়্যিও অহুঅ
করবেন, তাদের না কোন দুঃখ স্পর্শ করবে, আর না কোন চিন্তা তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে। (৬২) আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা,

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٣﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

'আলা-কুল্লি শাইয়্যিও অকীল্। ৬৩। লাহূ মাক্বা-লীদুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব; অল্লাযীনা কাফারূ
তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধানকারী। (৬৩) আসমান-যমীনের কুঞ্জি তাঁরই কাছে, আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ

৬ ع ১১ ৩ রুকু

بِـَٔايَٰتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَٰسِرُونَ ﴿٦٤﴾ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا

বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি উলা ~ য়িকা হুমুল্ খ-সিরূন্। ৬৪। কু্ল্ আফাগাইরল্লা-হি তা"মুরূ — ন্নী ~ আ'বুদু আইয়ুহাল্
অস্বীকার করে তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৪) আপনি বলুন, হে অজ্ঞরা! আমাকে কি আল্লাহ ছাড়া অন্যের দাসত্ব করতে

আয়াত-৬১ ঃ উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, কোন স্বামী-স্ত্রী বা পিতা-সন্তানের সৃজনিত হয় না, অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, কোন বস্তুই না তাঁর স্ত্রী আর না তাঁর সন্তান। যদি বলা হয় তাঁর সন্তান ও পত্নী নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে, এটিও ভুল হবে, কেননা, তদাবস্থায় তাদেরকে সন্তান ও পত্নী কিরূপে বলা যাবে? তখন তো তারা স্বয়ং আল্লাহরই সমকক্ষ হয়ে গেল, সন্তান ও পত্নী বলে তাদের কেন খাট করা হবে? সুতরাং তাঁর জন্য সন্তান ও পত্নী হওয়া বা থাকার ধারণা একটি অবান্তর ধারণা। কিছু সংখ্যক মুফাস্সিরের মতে আলোচ্য আয়াত দ্বারা শিরকবাদের বিলোপসাধনই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বলা হয়েছে যিনি এরূপ বৈশিষ্ট্যে অধিকারী সমস্ত কিছুর স্রষ্টা ও তত্ত্বাবায়ক আসমান যমীনের চাবি-কাঠি যার নিয়ন্ত্রণাধীনে তিনি যা ইচ্ছা তা করতে সক্ষম, তিনি অংশিদারিত্বের দোষ হতে মুক্ত হবেন না কেন?

الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ

জ্বা-হিলূন্ । ৬৫ । অলাক্বদ্ উহিয়া ইলাইকা অ ইলাল্লাযীনা মিন্ ক্বব্লিকা লায়িন্ আশ্রক্তা
বল? (৬৫) আর (হে রাসূল) আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তী নবীদের প্রতিও এ কথা অবশ্যই অহী হয়েছে যে, শরীক করলে

لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٦﴾ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ *

লাইয়াহ্বাত্বোয়ান্না 'আমালুকা অলাতাকূনান্না-মিনাল্ খ-সিরীন্ । ৬৬ । বালিল্লা-হা ফা'বুদ্ অকুঁম্ মিনাশ্ শা-কিরীন্ ।
আপনার আমল পণ্ড হবে, আর ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন । (৬৬) বরং আল্লাহরই ইবাদত করুন, শোকরগুজার হোন ।

﴿٦٧﴾ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ

৬৭ । অমা-ক্বদারুল্লা-হা হাক্ব্ক্বা ক্বদ্রিহী অল্আরদ্বু জ্বামী'আন্ ক্ববদ্বোয়াতুহূ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি অস্সামা-ওয়া-তু
(৬৭) আর তারা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা দেয় না, পরকালে পুণ্যভূমি তাঁর করায়ত্বে থাকবে, সমগ্র আকাশ থাকবে গুটানো

مَطْوِيّٰتٌ ۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ

মাত্বওয়িয়্যা-তুম্ বিইয়ামীনিহ্; সুব্হা-নাহূ অতা'আ-লা-'আম্মা-ইয়ুশ্রিকূন্ । ৬৮ । অনুফিখ ফিছ্ ছূরি ফাছোয়া'ইক্ব মান্
অবস্থায় তাঁর ডান হাতে; তিনি পবিত্র, শিরকমুক্ত । (৬৮) আর যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, তখন আল্লাহ যাদের ব্যাপারে ইচ্ছা

فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ

ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমান্ ফিল্ আরদ্বি ইল্লা-মান্ শা — য়াল্লা-হ্; ছুম্মা নুফিখ ফীহি উখ্র-ফাইযা-হুম্
করেন তারা ছাড়া আকাশ মণ্ডল ও ভূ মণ্ডলে সবাই মূর্ছিত হয়ে পড়বে, দ্বিতীয় বারের ফুঁ-দ্বারা তারা সবাই উঠে দাঁড়াবে এবং

قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ

ক্বিয়া-মুঁই ইয়ান্জুরূন্ । ৬৯ । অ আশ্রক্বতিল্ আরদ্বু বিনূরি র্ব্বিহা-অউদ্বি'আল্ কিতা-বু অজ্বী — য়া
আহ্বান করতে থাকবে।(৬৯) আর তখন আপনার রবের আলোতে ভুবন আলোকিত হবে, আমলনামা পেশ হবে, নবী ও

بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ

বিন্নাবিয়্যীনা অশ্শুহাদা — য়ি অকু্দ্বিয়া বাইনাহুম্ বিল্ হাক্ব্ক্বি অহুম্ লা -ইয়ুজ্লামূন্ । ৭০ । অউফ্ফিয়াত্ কুল্লু
সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে, ন্যায়বিচার হবে, তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না । (৭০) আর প্রত্যেকে তার কৃত কর্মের

نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ ع ٧ ٩ 4 রুকু

নাফ্সিম্ মা-'আমিলাত্ অহুওয়া আ'লামু বিমা-ইয়াফ্'আলূন্ । ৭১ । অসীক্বল্লাযীনা কাফারূ ~ ইলা-জ্বাহান্নামা
পূর্ণ ফল পাবে, তিনি তাদের কৃতকর্ম পূর্ণ অবগত । (৭১) কাফেরদেরকে তাড়িয়ে নেয়া হবে জাহান্নামের দিকে দলে দলে ।

আয়াত-৬৭ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের অকৃতজ্ঞতার দুর্ণাম করেছেন, তারা নিজেদের অপকার-উপকার সাধনে আল্লাহ্র সৃষ্টি বস্তুকে তাঁরই সঙ্গে সমন্বিত করে যথাযথভাবে আল্লাহ্র মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করে নি। বলা বাহুল্য যে, এখানে যে তাওহীদকে আল্লাহ্র যথাযথ সম্মান প্রদর্শন বলা হয়েছে তা আকায়েদ হিসেবে বলা হয়েছে। কেননা. আল্লাহ্র সম্মান প্রদর্শন আহ্কামের উপর আমল ছাড়া কেবলমাত্র তাওহীদের উপর সীমিত নয়। আর শরীয়তের সকল আহ্কাম পালন করলেও যে, তাঁর সত্তার উপযুক্ত সম্মান করা হল তা মনে করবেন না।

زُمَرًا ۖ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ

যুমারা-; হাত্তা ~ ইযা-জ্বা — য়ূহা-ফুতিহাত্ আব্‌ওয়া বুহা-অক্ব-লা লাহুম্ খযানাতুহা ~ আলাম্ ইয়া''তিকুম্

আর যখন তারা জাহান্নামের কাছে আসবে, তখন জাহান্নামের দরজা খোলা হবে; আর রক্ষীরা তখন তাদেরকে বলবে, তোমাদের

رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ

রুসুলুম্ মিন্‌কুম্ ইয়াত্‌লূনা 'আলাইকুম্ আ-ইয়া-তি রব্বিকুম্ অইয়ুন্‌যিরূনাকুম্ লিক্ব — য়া ইয়াওমিকুম্

কাছে কি রাসূল গমন করে নি, যারা তোমাদের রবের আয়াত শুনাত ও অদ্যকার সাক্ষাত সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করত?

هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٢﴾ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا

হা-যা-; ক্ব-লূ বালা-অলা-কিন্ হাক্বক্বত কালিমাতুল্ আযা-বি 'আলাল্ কা-ফিরীন্ ।৭২। ক্বীলাদ্ খুলূ ~

তারা বলবে নিশ্চয় এসেছেন। কিন্তু কাফেরদের জন্য আযাব নির্ধারিত। (৭২) তাদের বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের

اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ

আব্‌ওয়া-বা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা-ফাবি''সা মাছ্‌ওয়াল্ মুতাকাব্বিরীন্ ।৭৩। অসীক্বল্ লাযী নাত্

দরজায় প্রবেশ কর, সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, অহংকারীদের আবাস কতই না নিকৃষ্ট। (৭৩) আর যারা তাদের রবকে

اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ

তাক্বও রব্বাহুম্ ইলাল্ জ্বান্নাতি যুমারা-; হাত্তা ~ ইযা-জ্বা — য়ূহা-অফুতিহাত্ আব্‌ওয়া-বুহা-অক্ব-লা

ভয় করেছিল তাদেরকে জান্নাতের দিকে দলে দলে হাঁকানো হবে,যখন তারা সেখানে উপনীত হবে, তখন জান্নাতের দরজা খোলা হবে,

لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٤﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ

লাহুম্ খাযানাতুহা-সালা-মুন্ 'আলাইকুম্ ত্বিবতুম্ ফাদ্‌খুলূহা-খা-লিদীন্। ৭৪। অক্ব-লুল্ হাম্‌দু লিল্লা-হিল্

(জান্নাতের) রক্ষীরা বলবে, তোমাদের প্রতি 'সালাম', সুখী হও, স্থায়ীভাবে প্রবেশ কর।(৭৪) তারা বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর,

الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ

লাযী ছদাক্বানা ওয়া'দাহূ অ আওরছানাল্ আরদ্বোয়া নাতাবাওয়্যায়ু মিনাল্ জ্বান্নাতি হাইছু নাশা — য়ু

তিনি তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, জান্নাতে আমাদেরকে ভূমি প্রদান করলেন, আমরা ইচ্ছামত জান্নাতে থাকব। আর

فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٥﴾ وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ

ফানি'মা আজ্‌রুল্ 'আ-মিলীন্। ৭৫। অ তারল্ মালা — য়িকাতা হা — ফ্ফীনা মিন্ হাওলিল্ 'আর্‌শি ইয়ুসাব্বিহূনা

যারা সদাচারী তাদের প্রতিদান উত্তমই হয়ে থাকে। (৭৫) আর আপনি ফিরিশ্‌তাদেরকে দেখবেন, আরশের চতুর্পার্শ্বে স্বীয়

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

বিহাম্‌দি রব্বিহিম্ অক্বু দ্বিয়া বাইনাহুম্ বিল্ হাক্ব্ ক্বি অক্বীলাল্ হাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল্ আ-লামীন্।

রবের প্রশংসা ও মহিমায় রত রয়েছে, আর তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার হবে; বলা হবে, সকল প্রশংসা বিশ্ব-রব আল্লাহর।

● এক চতুর্থাংশ ৮

৫ রুকু

সূরা মু"মিন
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮৫
রুকূ ঃ ৯

(১) حمٓ (২) تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (৩) غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ

১। হা-মী — ম্ ২। তান্‌যী লুল্ কিতা-বি মিনাল্লা-হিল্ 'আযীযিল্ 'আলীম্। ৩। গ-ফিরিয্ যাম্‌বি অ ক্ব-বিলিত্

(১) হা মী ম (২) পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ হতে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, (৩) যিনি পাপ মার্জনাকারী, তওবা

التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (৪) مَا

তাওবি শাদীদিল্ 'ইক্বা-বি যিত্ব্ ত্বোয়াওল্; লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া; অ ইলাইহিল্ মাছীর। ৪। মা-

কবূলকারী, শাস্তিতে কঠিন, শক্তিশালী। তিনি ছাড়া ইলাহ নেই। তাঁর সমীপেই সকলের প্রত্যাবর্তন স্থল।(৪) কাফেররাই

يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ *

ইয়ুজ্বা-দিলু ফী ~ আ-ইয়া-তিল্লা-হি ইল্লাল্ লাযীনা কাফারূ ফালা-ইয়াগ্‌রুর্‌কা তাক্বাল্লুবুহুম্ ফিল্ বিলা-দ্।

কেবল আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে থাকে; নগরে, শহরে তাদের বিচরণ যেন আপনাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

(৫) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ

৫। কায্‌যাবাত্ ক্বাবলাহুম্ ক্বওমু নূহিঁও অল্‌আহ্‌যা-বু মিম্ বা'দিহিম্ অ হাম্মাত্ কুল্লু উম্মাতিম্

(৫) পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং পরে অন্যরাও তাকে অস্বীকার করেছে। আর সব সম্প্রদায়ই তাদের রাসূলকে

بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۖ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ

বিরসূলিহিম্ লিইয়া''খুযূহু অজ্বাদালূ বিল্‌বা-ত্বিলি লিইয়ুদ্‌হিদ্বূ বিহিল্ হাক্ব্‌ক্ব ফাআখায্‌তুহুম্

পাকড়াও হত্যা করতে চেয়েছিল, সত্যকে ব্যর্থ করার জন্য অনর্থক তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, আর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম,

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (৬) وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

ফাকাইফা কা-না 'ইক্ব-ব্। ৬। অকাযা-লিকা হাক্ব্‌ক্বত্ কালিমাতু রব্বিকা 'আলাল্ লাযীনা কাফারূ ~

অনন্তর আমার আযাব কত ভয়াবহ ছিল। (৬) আর এ'ভাবেই কাফেরদের জন্য আপনার রবের বাণী সত্য হয়ে রয়েছে যে,

أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (৭) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ

আন্নাহুম্ আছ্‌হা-বুন্ না-র্। ৭। আল্লাযীনা ইয়াহ্‌মিলূনাল্ 'আর্‌শা অমান্ হাওলাহূ ইয়ুসাব্বিহূনা

তারা তো জাহান্নামের অধিবাসী। (৭) আরশ বহণকারী ও তাঁর চারপাশে অবস্থানকারীরা (ফেরেশতারা) তাদের রবের

ওয়াক্ফে লাযেম   ওয়াক্ফুন্নবী (ছঃ)

আয়াত-১ ঃ রাসূল (ছঃ) বলেন হা-মীম সাতটি এবং দোযখের দরজায় এক একটি হা-মীম থাকবে, আর তারা বলবে হে আল্লাহ। যে আমাকে পড়েছে এবং আমার প্রতি ঈমান এনেছে তাকে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করাবেন না। শানেনুযূল ঃ আয়াত-৪ ঃ অত্র আয়াতটি হারেছ বিন কাইছ সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে মক্কার কাফেররা যখন সিরিয়া ও ইয়ামেনে ব্যবসার উদ্দেশে যাতায়াত করছিল এবং অত্যন্ত লাভবান হচ্ছিল, তখন এ আয়াতটি মুসলমানদেরকে প্রবোধ দেওয়ার উদ্দেশে নাযিল হয়।

ব্যাখ্যা ঃ অত্র আয়াতে যদিও রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্যদেরকে শুনানই উদ্দেশ্য, যাতে এমন ধারণা পোষণ করা না হয় যে, তাদের কুফুরীর কারণে তো কোন ক্ষতিই হচ্ছে না বরং দিন দিন তারা লাভবান হয়ে অধিক ধনী হয়ে যাচ্ছে। বস্তুতঃ এটি তাদের ক্ষণস্থায়ী নিরাপদ জীবন যাপন। সুতরাং প্রাচুর্যে তোমরা প্রতারিত হয়ও না।

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۖ رَبَّنَا وَسِعْتَ

বিহামদি রব্বিহিম্ অইয়ু"মিনূনা বিহী অ ইয়াস্তাগ্ফিরূনা লিল্লাযীনা আ-মানূ রব্বানা-অসি"তা
সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, এবং তাঁকেই বিশ্বাস করে আর ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের

كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ

কুল্লা শাইয়্যির্ রহ্মাতাঁও অ'ইল্মান্ ফাগ্ফির্ লিল্লাযীনা তা-বূ অত্তাবা'উ সাবীলাকা অক্বিহিম্ 'আযা-বাল্
রব! তোমার দয়া ও জ্ঞান ব্যাপক, তওবাকারীকে ক্ষমা কর, ও তোমার পথের অনুসারীকে জাহান্নামের শাস্তি হতে হেফাজত

ٱلْجَحِيمِ (৮) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّـٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ

জ্বাহীম ৮। রব্বানা-অ'আদ্খিল্হুম্ জ্বান্না-তি 'আদ্নি নিল্লাতী অ'আত্তাহুম্ অমান্ ছলাহা মিন্
কর। (৮) হে আমাদের রব! তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে, তাদের

ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (৯) وَقِهِمُ

আ-বা — য়িহিম্ অআয্ওয়া জ্বিহিম্ অযুর্রিয়্যা-তিহিম্; ইন্নাকা আন্তাল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ৯। অ ক্বিহিমুস্
পুণ্যবান পিতৃপুরুষ, তাদের স্ত্রী ও পুত্রদেরকে প্রদান করেছ, নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৯) আর তাদেরকে

ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ

সাইয়িয়া-ত্; অমান্ তাক্বিস্ সাইয়িয়া-তি ইয়াওমায়িযিন্ ফাক্বদ্ রহিম্তাহ্ ; অ যা-লিকা হুওয়াল্ ফাওযুল্
যাবতীয় অমঙ্গল হতে হেফাজত কর, আর সেদিন যাকে পাপ হতে রক্ষা করবে, তার প্রতি অনুগ্রহ করবে; আর এটাই

১ ع ৯ ৬ রুকু

ٱلْعَظِيمُ (১০) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ

'আজীম্। ১০। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ ইয়ুনা-দাওনা লামাক্ব্তু ল্লা-হি আক্বারু মিম্ মাক্ব্তিকুম্
তাদের জন্য মহা সাফল্য। (১০) আর যারা কাফের তাদেরকে বলা হবে, নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর

أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَـٰنِ فَتَكْفُرُونَ (১১) قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ

আন্ফুসাকুম্ ইয্ তুদ্'আওনা ইলাল্ ঈমা-নি ফাতাক্ফুরূন্। ১১। ক্বা- লূ রব্বানা ~ আমাত্তানাছ্ নাতাইনি
নারাজী বেশি; তোমাদেরকে ঈমানের দিকে আহ্বান করলে তোমরা অমান্য করতে। (১১) তারা বলবে, হে রব! দুবার মারলে,

وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ (১২) ذَٰلِكُم

অআহ্ইয়াইতানাছ্ নাতাইনি ফা'তারফ্না-বিযুনূবিনা-ফাহাল্ ইলা-খুরূজ্বিম্ মিন্ সাবীল্। ১২। যা-লিকুম্
এবং দুবার প্রাণ দিলে। সুতরাং আমাদের যাবতীয় দোষ স্বীকার করি, নাজাতের পথ আছে কি? (১২) এটা এই জন্য যে,

بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحْدَهُۥ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِۦ تُؤْمِنُوا۟ ۚ فَٱلْحُكْمُ لِلَّهِ

বিআন্নাহূ ~ ইযা-দু'ইয়াল্লা-হু অহ্দাহূ কাফারতুম্ অইঁ ইয়ুশ্রক্ বিহী তু"মিনূ; ফাল্ হুক্মু লিল্লা-হিল্
এক আল্লাহকে ডাকা হলে তোমরা অমান্য করতে, যদি শরীক করত, তবে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। সুমহান, সুবিরাট

الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٣﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ

'আলিয়্যিল্ কাবীর্। ১৩। হুওয়া ল্লাযী ইয়ুরীকুম্ আ-ইয়া-তিহী অইয়ুনায্যিলু লাকুম্ মিনাস্ সামা — য়ি রিয্ক্ব-;
আল্লাহরই এই ফয়সালা। (১৩) তিনি তোমাদেরকে নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন, আকাশ হতে তোমাদেরকে রিযিক প্রদান

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٤﴾ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ

অমা ইয়াতাযাক্কারু ইল্লা-মাইঁ ইয়ুনীব্। ১৪। ফাদ্'উল্লা-হা মুখ্লিছীনা লাহুদ্দীনা অলাও কারিহাল্
করেন, আল্লাহর অভিমুখী ব্যক্তিই শিক্ষা গ্রহণ করে। (১৪) অতঃপর আনুগত্যে নিষ্ঠাবান হয়ে আল্লাহকে আহ্বান কর, যদিও

الْكَافِرُونَ ﴿١٥﴾ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ

কা-ফিরূন্। ১৫। রাফী'উদ্দারজ্বা-তি যুল্'আরশি ইয়ুল্ক্বির্ রূহা মিন্ আম্‌রিহী 'আলা-মাইঁ
কাফেররা তা অপছন্দ করে।(১৫) তিনি উচ্চ মর্যাদাশালী, আরশের অধিপতি, বাছাই করা বান্দাহর প্রতি অহী প্রেরণ করেন,

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٦﴾ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ

ইয়াশা — য়ু মিন্ 'ইবা-দিহী লিইয়ুন্যিরা ইয়াওমাত্তালা-ক্ব্। ১৬। ইয়াওমা হুম্ বা-রিযূনা লা- ইয়াখ্ফা- 'আলা ল্লা-হি
যেন কেয়ামত দিবসের ভয় প্রদর্শন করেন। (১৬) যেদিন তারা সকলে বের হবে, আল্লাহর নিকট কিছুই গোপন

مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٧﴾ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ

মিন্‌হুম্ শাইয়ুন্ লিমানিল্ মুল্কুল্ ইয়াওম্; লিল্লা-হিল্ ওয়া- হিদিল্ ক্বাহ্‌হা-র্। ১৭। আল্ইয়াওমা তুজ্ব্ যা-কুল্লু
থাকবে না, আজ রাজত্ব কার? পরাক্রমশালী এক আল্লাহরই। (১৭) আজ সকলকে তাদের কৃতকর্মের বিনিময়

نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٨﴾ وَأَنْذِرْهُمْ

নাফ্সিম্ বিমা- কাসাবাত্; লা-জুল্‌মাল্ ইয়াওম্; ইন্না ল্লা-হা সারী'উল্ হিসা-ব্ ১৮। অ আন্‌যির্‌হুম্
প্রদান করা হবে, আজ কারো প্রতি জুলুম করা হবে না; আল্লাহ তড়িৎ হিসেব গ্রহণকারী। (১৮) আর আপনি তাদেরকে

يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ

ইয়াওমাল্ আ-যিফাতি ইযিল্ ক্বুলূবু লাদাল্ হানা-জ্বিরি কা-জিমীন্; মা- লিজ্ জোয়া-লিমীনা মিন্ হামীমিঁও
ভয় প্রদর্শন করেন, আসন্ন দিনে যখন কষ্টে প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, সেদিন জালিমদের কোন বন্ধু থাকবে না, এমন কোন

وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٩﴾ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿٢٠﴾ وَاللَّهُ يَقْضِي

অলা-শাফীইঁ ইয়ুত্বোয়া-'উ। ১৯। ইয়া'লামু খ — য়িনাতাল্ আ'ইয়ুনি অমা-তুখ্ফিস্ সুদূর্। ২০। অল্লা-হু ইয়াক্বদ্বী
গ্রহণযোগ্য সুপারিশকারীও থাকবে না।(১৯) চোখের খেয়ানত ও মনের গোপন বিষয় তিনি জানেন।(২০) আল্লাহ সঠিক

আয়াত-১৫ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর এলাহীয়ত্বের প্রমাণস্বরূপ তাঁর আরও কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছেন। প্রথম– তিনি সর্ব প্রকারের পূর্ণত্বে ও প্রতিভায় সৃষ্টি অপেক্ষা উচ্চতর, তাঁর মর্যাদার সমপর্যায়ে পৌছা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, কারও জীবন ও শক্তি এবং বিদ্যা ইত্যাদি তাঁর সমতুল্য নয়, তিনি ওয়াজিবুল অজুদ একক স্বকীয় সত্তার অধিকারী আর কেউ নয়। সকলই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। উক্ত অর্থ তখনই হবে, যখন উচ্চকে অকর্মক হিসেবে নেয়া হয়। আর সকর্মক হিসেবে গ্রহণ করা হলে তিনি পৃথিবীতে অলী নবীদের অথবা সাধারণ লোকের পদ মর্যাদা উচ্চতর করেন। কাকেও জ্ঞান বৃদ্ধি করে দেন, আবার এ বস্তুসমূহ অন্য কাকেও হ্রাস করে দেন। (বঃ কোঃ)

بِالْحَقِّ ۗ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ

বিল্ হাক্ব্; অল্লাযীনা ইয়াদ্‌'উনা মিন্ দূনিহী লা-ইয়াক্ব্‌দ্বূনা বিশাইয়িন্; ইন্নাল্লা-হা হুওয়াস্ সামী'উল্

২ বিচার করেন, আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে আহ্বান করে থাকে তারা বিচারে অক্ষম। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু,

ع ১১

الْبَصِيْرُ ﴿٢١﴾ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ

৭ রুকু

বাছীর্। ২১। আওয়ালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আরদ্বি ফাইয়ান্‌জুরূ কাইফা কা-না 'আ- ক্বিবাতুল্ লাযীনা

শ্রবণ করেন এবং দেখেন। (২১) এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখেনি যে, তাদের পূর্বে যারা গত হয়ে গিয়েছে,

كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ

কা-নূ মিন্ ক্বব্‌লিহিম্; কা-নূ হুম্ আশাদ্দা মিন্‌হুম্ ক্বুওয়াতাঁও অআ-ছোয়া-রান্ ফিল্ আরদ্বি ফা আখাযাহুমু ল

তাদের পরিণতি কিরূপ হয়েছিল। পৃথিবীতে এরা শক্তি ও কীর্তিতে এদের চেয়ে প্রবল ছিল। আল্লাহ তাদেরকে তাদের

اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٢٢﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ

লা-হু বিযুনূবিহিম্; অমা-কা-না লাহুম্ মিনাল্লা-হি মিওঁ ওয়া-ক্ব্। ২২। যা-লিকা বিআন্নাহুম্ কা-নাত্

গুনাহসহ পাকড়াও করেছেন; আল্লাহর আযাব হতে তাদেরকে কেউ রক্ষা করার ছিল না। (২২) কেননা, তাদের কাছে

تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ☆

তা''তীহিম্ রুসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনাতি ফাকাফারূ ফাআখাযাহুমু ল্লা-হ্ ইন্নাহূ ক্বাওওয়িইয়ুন্ শাদীদুল্ 'ইক্বা-ব্।

রাসূলরা আয়াত আনলেই তারা প্রত্যাখ্যান করেছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে ধরলেন। নিশ্চয়ই তিনি শক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা।।

﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ

২৩। অলাক্বদ্ আর্‌সাল্‌না- মূসা- বিআ-ইয়া-তিনা- অ সুল্‌ত্বোয়া- নিম্ মুবীন্। ২৪। ইলা- ফির্'আউনা অহা-মা-না

(২৩) আর মূসাকে আমার স্পষ্ট নিদর্শন ও প্রকাশ্য প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি, (২৪) ফেরাউন, হামান ও কারূণের প্রতি, অনন্তর

وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا

অক্বা-রূনা ফা ক্বা-লূ সা-হিরুন্ কায্‌যা-ব্। ২৫। ফালাম্মা জ্বা — য়াহুম্ বিল্‌হাক্বক্বি মিন্ 'ইন্‌দিনা-ক্বা-লুক্ব্

তারা বলল, এ ব্যক্তি যাদুকর, মিথ্যাবাদী।(২৫) অতঃপর আমার পক্ষ হতে যখন সত্য নিয়ে হাজির হল, তখন তারা বলল,

اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ۗ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ

তুলূ ~ আব্‌না — য়া ল্লাযীনা আ-মানূ মা'আহূ অস্‌তাহ্‌ইয়ূ নিসা — য়াহুম্; অমা-কাইদুল্ কা-ফিরীনা

মূসার ওপর যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্রদেরকে হত্যা কর, আর তাদের মেয়েদের জীবিত রাখ। তবে কাফেরদের এ

اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ

ইল্লা-ফী দোয়ালা-ল্। ২৬। অক্বা-লা ফির্'আউনু যারূনী ~ আক্ব্‌তুল্ মূসা-অল্‌ইয়াদ্ 'উ রব্বাহূ ইন্নী ~ ৪৭

চক্রান্ত ব্যর্থ হবে।(২৬) ফেরাউন বলল, আমাকে ছাড়, মূসাকে হত্যা করি, আর সে তার রবকে ডাকুক। আমার আশংকা

أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ

আখা-ফু আইঁ ইয়ুবাদ্দিলা দীনাকুম্ আও আইঁ ইয়ুজ্হির ফিল্ আর্দ্বিল্ ফাসা-দ্। ২৭। অক্ব-লা

হয়, পাছে সে তোমাদের দ্বীনকে পরিবর্তন করে দেয়, বা যমীনে বিপর্যয় ঘটাবে। (২৭) আর মূসা তাদেরকে বলল, আমার

ع ৩ ৭ ৮ রুকু

مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

মূসা ~ ইন্নী উয্তু বিরব্বী অরব্বিকুম্ মিন্ কুল্লি মুতাকাব্বিরিল্ লা-ইয়ু"মিনু বিইয়াওমিল্ হিসা-ব্।

ও তোমাদের রবের কাছে পানাহ চাই, এমন সকল অহংকারী হতে, যারা তোমাদের রবের কাছে হিসাব দিনের অবিশ্বাসী।

﴿٢٨﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ

২৮। অ ক্ব-লা রাজুলুম্ মু"মিনুম্ মিন্ আ-লি ফির্'আউনা ইয়াক্তুমু ঈমা-নাহূ ~ আতাক্বতুলূনা রাজুলান্ আইঁ

(২৮) আর ফেরাউন বংশের এক মু'মিন বলল, যে স্বীয় ঈমানকে গোপন রেখেছে, একটি লোককে কি কেবল এ জন্য হত্যা

يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا

ইয়াকূ্লা রব্বিয়াল্লা-হু অক্বদ্ জ্বা — য়াকুম্ বিল্‌বাইয়িনা-তি মির্ রব্বিকুম্; অইঁইয়াকু কা-যিবান্

করবে, যে বলে, রব আল্লাহ? সে তো তোমাদের নিকট রবের নিদর্শন নিয়ে এসেছে। যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে তো সে-

فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ

ফা'আলাইহি কাযিবুহূ অইঁ ইয়াকু ছোয়া-দিকাঁই ইয়ুছিব্কুম্ বা'দ্বুল্লাযী ইয়া'ইদুকুম্; ইন্না ল্লা-হা

ই দায়ী। অনন্তর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে যে শাস্তির কথা সে বলে তার কিছু তো তোমাদের ওপর আসবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ

لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٩﴾ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي

লা-ইয়াহ্দী মান্ হুওয়া মুস্‌রিফুন্ কায্‌যা-ব্। ২৯। ইয়া-ক্বওমি লাকুমুল্ মুল্‌কুল্ ইয়াওমা জোয়া- হিরীনা ফিল্

সীমালংঘণকারী, মিথ্যুকদের পথ প্রদর্শন করেন না। (২৯) হে আমার কওম! আজ তোমাদের কর্তৃত্ব ও যমীনে বিজয়ী।

الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا

আর্দ্বি ফামাইঁ ইয়ান্‌ছুরুনা মিম্ বা"সিল্লা-হি ইন্ জ্বা — য়ানা ক্ব-লা ফির্'আউনু মা ~ উরীকুম্ ইল্লা-

কিন্তু আল্লাহর আযাব যখন আসবে, তখন কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন তখন বলল, যা আমি বুঝি

مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣٠﴾ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي

মা ~ আর-অমা ~ আহ্দীকুম্ ইল্লা -সাবীলার্ রশা-দ্। ৩০। অক্ব-লাল্ লাযী ~ আ-মানা ইয়া-ক্বওমি ইন্নী ~

তাই তো তোমাদেরকে বলি, আর আমি কেবল তোমাদেরকে সৎপথই দেখাই। (৩০) মু'মিন লোকটি বলল, হে কওম!

আয়াত-২৮ ঃ ফেরাউনের চাচাত ভাই হিযক্বীল মূসা (আঃ)-এর উপর গোপনে ঈমান এনে ছিলেন, তিনি হযরত মূসা (আঃ)-কে হত্যার পণ করা হচ্ছে জেনে তিনি বললেন, যদি আল্লাহর নামে মিথ্যা বলেন, তবে আল্লাহই তাঁকে ব্যর্থ করে দিবেন, তোমাদেরকে তাঁকে হত্যা করার ঝামেলা পোঁহাতে হবে না। যদি তিনি আপন দাবীতে সত্যবাদী হন, যেমন অলৌকিক ঘটনা প্রবাহের কারণে অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেকের অন্তরে এটির সম্ভাব্যতা বিরাজ করে, তবে প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর দুনিয়া ও আখিরাতের যেই আযাবের ভয় দর্শান হচ্ছে তৎসমুদয় না হলেও কিয়দাংশ অবশ্যই বর্তাবে, অথবা দুনিয়াতেই কোন ধ্বংস বা পতন ঘটবে। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা যেন নিজেকে শাস্তির জন্য প্রস্তুত করা। সুতরাং বিবেকের চাহিদা এবং নিরাপদের ব্যবস্থা হল, মূসা (আঃ)-কে হত্যার সংকল্প হতে বিরত থাকা। নতুবা এমন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে যা কারও পক্ষে প্রতিহত করা সম্ভব হবে না।

أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣١﴾ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ

আখা-ফু 'আলাইকুম্ মিছ্লা ইয়াওমিল্ আহ্যা-ব্। ৩১। মিছ্লা দা''বি ক্বাওমি নূহিঁও অ'আ-দিঁও অছামূদা
আমি ভয় করি পূর্বে যারা গত হয়ে গেছে তাদের দুর্দিনের মত দুর্দিনের, (৩১) যেমনটি নূহ, আদ, ছামুদ ও পরবর্তীদের

وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣٢﴾ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ

অল্লাযীনা মিম্ বা'দিহিম্; অমাল্লা-হু ইয়ুরীদু জুল্মাল্ লিল্'ইবা-দ্ ৩২। অইয়া-ক্বওমি ইন্নী ~ আখ-ফু
ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছিল, আল্লাহ তাঁর বান্দাহ্দের ওপর জুলুম করতে চান না। (৩২) হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের

عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ۚ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ

'আলাইকুম্ ইয়াওমাত্তানা-দ্। ৩৩। ইয়াওমা তুওয়াল্লূনা মুদ্বিরীনা মা- লাকুম্ মিনাল্লা-হি মিন্ 'আ-ছিমিন্
ব্যাপারে কেয়ামত দিবসের ভয় করি। (৩৩) যেদিন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অথচ আল্লাহ হতে রক্ষার কেউ তোমাদের

وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ

অমাই ইয়ুদ্বলিনিল্লা-হু ফামা- লাহূ মিন্ হা-দ্। ৩৪। অ লাক্বদ্ জ্বা — য়াকুম্ ইয়ূসুফু মিন্ ক্ববলু বিল্বাইয়্যিনা-তি
থাকবে না, আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ প্রদর্শন করার কেউ নেই। (৩৪) আর পূর্বে ইউসুফ স্পষ্ট প্রমাণসহ আগমন

فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ

ফামা-যিল্তুম্ ফী শাক্কিম্ মিম্মা-জ্বা — য়াকুম্ বিহ্; হাত্তা ~ ইযা-হালাকা ক্বুলতুম্ লাই ইয়াব্'আছা ল্লা-হু
করেছিল, তার আনিত বিষয়ের প্রতি তোমরা সন্দেহ পোষণ করছিলে, সে মারা গেলে তোমরা বলেছিলে, তার পর আল্লাহ আর কখনও

مِن بَعْدِهِ رَسُولًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٣٥﴾ الَّذِينَ

মিম্ বা'দিহী রাসূলা-; কাযা-লিকা ইয়ুদ্বিল্লু ল্লা-হু মান্ হুওয়া মুস্রিফুম্ মুর্তা-ব্ । ৩৫। নি ল্লাযীনা
তোমাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করবেন না। এভাবেই আল্লাহ যারা সীমালংঘণকারী, সংশয়ী তাদেরকে বিভ্রান্তের মধ্যে রাখেন। (৩৫) যারা

يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ

ইয়ুজ্বা-দিলূনা ফী ~ আ-ইয়া-তিল্লা-হি বিগইরি সুল্ত্বোয়া-নিন্ আতা-হুম্; কাবুর মাক্বতান্ 'ইন্দাল্লা-হি অ'ইনদাল্
আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি বিতর্কে লিপ্ত হয়, দলীল ছাড়া। তাদের এ কাজ আল্লাহ ও যারা মু'মিন তাদের নিকট অত্যন্ত

الَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ

লাযীনা আ-মানূ; কাযা-লিকা ইয়াত্ব্বা'উ ল্লা-হু 'আলা-কুল্লি ক্বল্বি মুতাকাব্বিরিন্ জ্বাব্বা-র্। ৩৬। অক্ব-লা
ঘৃণ্য। আর এভাবেই আল্লাহ যারা অহংকারী ও স্বৈরাচারী তাদের মনে মোহর মেরে দিলেন। (৩৬) ফেরাউন বলল,

فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٧﴾ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ

ফির্'আউনু ইয়া-হা-মা-নু বনিলী ছোয়ার্হাল্ লা'আল্লী ~ আব্লুগুল্ আস্বা-ব্। ৩৭। আস্বা-রাস্ সামা-ওয়া-তি
হে হামান! তুমি আমার জন্য উঁচু প্রাসাদ নির্মান কর, যেন আমি তাতে আরোহণ করি, (৩৭) আসমানে, আর আমি

فَاَطَّلِعَ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ

ফায়াত্ব্‌ত্বোয়ালি'আ ইলা ~ ইলা-হি মূসা-অ ইন্নী লাআজুন্নুহূ কা-যিবা-; অকাযা-লিকা যুইয়্যিনা লিফির্'আউনা
সেখানে মূসার ইলাহকে উঁকি মেরে দেখতে পাই, তবে তাকে আমি মিথ্যা মনে করি। আর এভাবেই ফিরাউনের কাছে তার

سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ ﴿٣٨﴾ وَقَالَ الَّذِىْٓ ৪ ع ১০ ৯ রুকু

সূ — য়ু 'আমালিহী অছুদ্দা 'আনিস্ সাবীল্; অমা-কাইদু ফির্'আউনা ইল্লা-ফী তাবা-ব্।৩৮। অ ক্বা-লাল্লাযী ~
কুকর্মসমূহ শোভন করা হয়েছিল ও তাকে পথচ্যুত রাখা হয়েছিল, আর ফেরাউনের ষড়যন্ত্র পূর্ণ ব্যর্থ। (৩৮) আর সেই মু'মিন

اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٩﴾ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

আ-মানা ইয়া ক্বাওমিত্ তাবি'উনি আহ্দিকুম্ সাবীলার্ রশা-দ্।৩৯। ইয়া-ক্বাওমি ইন্নামা-হা-যিহিল্ হা-ইয়া-তুদ্দুন্ ইয়া-
বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে মান্য কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাব। (৩৯) হে আমার সম্প্রদায়! এ দুনিয়ার

مَتَاعٌ ؗ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٤٠﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا

মাতা-'উঁও অইন্নাল্ আ-খিরতা হিয়া দা-রুল্ ক্বর-র্।৪০। মান্ 'আমিলা সাইয়্যিয়াতান্ ফালা-ইয়ুজ্‌যা ~ ইল্লা-
জীবন তো ক্ষণস্থায়ী সুখ, আর পরকাল হচ্ছে অনন্তকাল অবস্থানের স্থান। (৪০) যদি তোমরা মন্দ কাজ কর তবে অনুরূপ

مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ

মিছ্লাহা-অমান্ 'আমিলা ছোয়া-লিহাম্ মিন্ যাকারিন্ আও উন্‌ছা- অ হুওয়া মু'মিনুন্ ফাউলা — য়িকা ইয়াদ্‌খুলূনাল্
প্রতিফল তোমাদের জন্য মিলবে, মু'মিন পুরুষ বা মুমিন নারী যেই হোক,সে যদি নেক কাজ করে, তবে এরূপ লোকেরাই জান্নাতে

الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤١﴾ وَيٰقَوْمِ مَا لِىْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ

জান্নাতা ইয়ুর্‌যাক্বূনা ফীহা-বিগইরি হিসা-ব্।৪১। অইয়া-ক্বাওমি মা-লী ~ আদ্'উকুম্ ইলান্ নাজ্বা- তি
প্রবেশ করবে, সেখানে তারা অসংখ্য রিয্‌ক লাভ করবে।(৪১) হে কওম! কি হল! আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে আহ্বান করছি, আর

وَتَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَى النَّارِ ﴿٤٢﴾ تَدْعُوْنَنِىْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ • অর্ধাংশ

অ তাদ্'উ নানী ~ ইলা ন্না-র্।৪২। তাদ্'উনানী লিআক্‌ফুরা বিল্লা-হি অউশ্‌রিকা বিহী মা-লাইসা লী বিহী
তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে ডাকছ। (৪২) আমাকে বলছ, আল্লাহর সাথে কুফুরী করতে, শরীক করতে যা আমি জানি না,

عِلْمٌ ؗ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٣﴾ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَيْهِ

'ইল্‌মুঁও অআনা আদ্'উকুম্ ইলাল্ 'আযীযিল্ গফ্‌ফা-র্।৪৩। লা-জ্বারামা আন্নামা-তাদ্'উ নানী ~ ইলাইহি
আর আমি তোমাদেরকে আহ্বান করি পরাক্রান্ত ক্ষমাশীলের দিকে। (৪৩) নিঃসন্দেহে আমাকে যার দিকে আহ্বান কর সে

আয়াত-৩৭ ঃ মন্ত্রী হামান্ অট্টালিকা নির্মাণ আরম্ভ করল। মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করে বললেন, হে আমার রব! ফেরাউনের অট্টালিকা অপূর্ণ রাখুন। আল্লাহ বললেন, সবরের সাথে দেখতে থাকুন, আমি তার সাথে কি ব্যবহার করছি। দেখা গেল ফেরাউনের সু-উচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হওয়ার পর হঠাৎ আল্লাহ্‌র হুকুমে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ধ্বসে পড়ল। (মুঃ কোঃ) আয়াত-৪০ঃ মু'মিন লোকটি এ কথাগুলো বলে শেষ করলে, ফেরাউনের লোকেরা বুঝতে পারল যে, এ লোকটি মূসার প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছে। তারা বলতে লাগল, "তোমার একটুও লজ্জা হয়না যে, তুমি ফেরাউন খোদাকে বাদ দিয়ে মূসার খোদাকে মানছ? ফেরাউন এত নেয়ামত দান করছে।" তাদের কথা শুনে মু'মিন লোকটি তাদিগকে উপদেশ দান করতে শুরু করল। (মুঃ কোঃ)

لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ

লাইসা লাহূ দা'ওয়াতুন্ ফিদ্দুন্ইয়া-অলা-ফিল্ আ-খিরতিও অআন্না-মারদ্দানা ~ ইলাল্লা-হি অআন্নাল্
দুনিয়া ও আখেরাতের কোথাও আহ্বানযোগ্য নয়। নিশ্চয়ই আমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে আল্লাহর দিকে।

الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٤﴾ فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَاُفَوِّضُ

মুস্রিফীনা হুম্ আছ্হা-বুন্ না-র্। ৪৪। ফাসাতায্ কুরূনা মা ~ আক্বূলু লাকুম্; অউফাও ওয়িদু
আর যারা সীমা লংঘনকারী তারা অবশ্যই জাহান্নামী হবে।(৪৪) অতএব তোমাদেরকে আমি যা বলি তা শীঘ্রই স্মরণ করবে,

اَمْرِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٥﴾ فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا

আম্রী ~ ইলা ল্লা-হ্; ইন্না ল্লা-হা বাছীরুম্ বিল্ 'ইবা-দ্। ৪৫। ফাওয়াক্ব-হুল্লা-হু সাইয়িয়া-তি মা-মাকারূ
আমার বিষয়টি আল্লাহর কাছে দিচ্ছি, আল্লাহ বান্দাহ্দেরকে দেখেন। (৪৫) আল্লাহ তাকে তাদের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন,

وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ

অহা-ক্ব বিআ-লি ফির্'আউনা সূ — য়ুল্ 'আযা-ব্। ৪৬। আন্না-রু ইয়ু'রদ্বূনা 'আলাইহা-গুদুওয়্যাঁও অ'আশিয়্যান্
ফিরাউনের লোকদেরকে কঠোর শাস্তি বেষ্টন করল। (৪৬) সকাল ও সন্ধ্যায় তাদেরকে পেশ করা হয় আগুনের সামনে; আর,

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۫ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٧﴾ وَاِذْ

অইয়াওমা তাক্বূমুস্ সা-'আতু আদ্খিলূ ~ আ লা- ফির্'আউনা আশাদ্দাল্ 'আযা-ব্। ৪৭। অ ইয্
যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে, ফেরাউনের লোকদেরকে কঠিন আযাবে প্রবিষ্ট কর। (৪৭) আর স্মরণ কর যখন

يَتَحَآجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ

ইয়াতাহা — জ্জূনা ফীন্না-র ফাইয়াক্বূ লুদ্ব্ দ্ব্'আফা — য়ু লিল্লাযীনাস্ তাক্বারূ ~ ইন্না-কুন্না-লাকুম্
তারা আগুনে পড়ে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে, তখন তাদের মধ্যে দুর্বল লোকেরা দাম্ভিক লোকদেরকে বলবে, আমরা তোমাদের

تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٨﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا

তাবা'আন্ ফাহাল্ আন্তুম্ মুগ্নূনা 'আন্না-নাছীবাম্ মিনান্না-র্। ৪৮। ক্ব-লাল্ লাযীনাস্ তাক্বারূ ~ ইন্না
আনুগত্য করতাম, এখন কি তোমরা আগুনের কিছু অংশ শিথিল করতে পারবে?(৪৮) তাদের মধ্যে যারা দাম্ভিক তারা বলবে, আমরা

كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٩﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ

কুল্লুন্ ফীহা ~ ইন্নাল্লা-হা ক্বদ্ হাকামা বাইনাল্ 'ইবা-দ্। ৪৯। অক্ব-লাল্ লাযীনা ফীন্না- রি লিখাযানাতি
সবাই তো আগুনের মধ্যেই অবস্থান করছি,আল্লাহ বিচার করে দিয়েছেন। (৪৯) আর দোযখীরা প্রহরীকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমরা

جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٥٠﴾ قَالُوْٓا اَوَلَمْ

জ্বাহান্নামাদ্'উ রব্বাকুম্ ইয়ুখাফ্ফিফ্ 'আন্না-ইয়াওমাম্ মিনাল্ 'আযা-ব্। ৫০। ক্ব-লূ ~ আওয়ালাম্
তোমাদের রবকে বল, তিনি যেন আমাদের একদিনের শাস্তি হ্রাস করে দেন। (৫০) তারা (ফেরেশতারা) বলবে, নির্দেশনসহ

تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَٰتِ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۚ قَالُوا فَادْعُوا ۗ وَمَا دُعَٰٓؤُا

তাকু তা'তীকুম্ রুছুলুকুম্ বিল্‌বায়্যিনা-ত্; ক্বা-লূ বালা-; ক্বা-লূ ফাদ্'উ অমা-দু'আ — য়ুল্

রাসূলরা কি তোমাদের নিকট আসে নি? তাঁরা বলবে, হ্যাঁ অবশ্যই তারা আমাদের নিকট আসতেন, তখন তারা বলবে, এখন

الْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ ﴿٥١﴾ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ৫ ع ১৩ ১০ রুকু

কা-ফিরীনা ইল্লা-ফী দ্বোয়ালা-ল্ । ৫১ । ইন্না-লানান্‌ছুরু রুসুলানা-অল্লাযীনা আ-মানূ ফিল্ হা-ইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-

তোমরাই ডাক। কাফেরদের ডাক ব্যর্থই হবে। (৫১) আমি অবশ্যই সাহায্য করব,আমার রাসূল ও মু'মিনদেরকে পার্থিব

وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَٰدُ ﴿٥٢﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ

অইয়াওমা ইয়াক্বূ মুল্ আশ্‌হা-দ্। ৫২। ইয়াওমা লা-ইয়ান্‌ফা'উজ্ জোয়া-লিমীনা মা'যিরাতুহুম্ অলাহুমুল্ লা'নাতু

জীবনে ও সাক্ষ্যদানের দিনে। (৫২) যেদিন জালিমদের আপত্তি উপকারে আসবে না, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত ও

وَلَهُمْ سُوٓءُ الدَّارِ ﴿٥٣﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

অলাহুম্ সূ — য়ুদ্দা-র্। ৫৩। অলাক্বদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ হুদা-অআওরছ্‌না-বানী ~ ইস্‌র — ঈ লাল্

নিকৃষ্ট আবাস। (৫৩) আর আমি তো মূসাকে হিদায়াত দান করেছি, আর বনী ইস্রাঈলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী

الْكِتَٰبَ ﴿٥٤﴾ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَٰبِ ﴿٥٥﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

কিতা-ব্। ৫৪। হুদাঁও অ যিক্‌র- লিউ লিল্ আল্‌বা-ব্। ৫৫। ফাছ্‌বির্ ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি হাক্কুঁও

করেছি, (৫৪) আর যারা জ্ঞানবান তাদের জন্যই হেদায়াত ও উপদেশ। (৫৫) অনন্তর আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَٰرِ ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ

অস্‌তাগ্‌ফির্ লিযাম্‌বিকা অসাব্বিহ্ বিহাম্‌দি রব্বিকা বিল্ 'আশিয়্যি অল্ ইব্‌কা-র্। ৫৬। ইন্নাল্লাযীনা

সত্য, স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, সকাল-সন্ধ্যায় রবের প্রশংসা মহিমা ঘোষণা করুন।(৫৬) নিশ্চয়ই যারা নিজেদের

يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۙ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ

ইয়ুজা- দিলূনা ফী ~ আ-ইয়া-তি ল্লা-হি বিগইরি সুল্‌ত্বোয়া-নিন্ আতা-হুম্ ইন্ ফী ছুদূরিহিম্ ইল্লা-কিব্‌রুম্

নিকট কোন নিদর্শন ছাড়াই আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিতর্ক করে, তাদের অন্তরে রয়েছে নিছক অহংকার, যা লক্ষ্যচ্যুত হবেই;

مَّا هُم بِبَٰلِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٧﴾ لَخَلْقُ السَّمَٰوَٰتِ

মা-হুম্ বিবা-লিগীহি ফাস্‌তা'ইয্ বিল্লা-হ্; ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী'উল্ বাছীর্। ৫৭। লাখাল্‌ক্বুস্ সামা-ওয়া-তি

অতএব তোমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (৫৭)(নিশ্চয়ই) মানুষ সৃষ্টি

আয়াত-৫০ ঃ জাহান্নামের ফেরেশতারা বলবে, সুপারিশ করা আমাদের কাজ নয়। এটি রাসূলের কাজ। আর তোমরা তো রাসূলদের বিরোধী ছিলে। (মুঃ কোঃ) আয়াত-৫১ঃ ইবনে জারীর (রঃ) বলেন, রাসূলদেরকে সাহায্য করবার অর্থ তাদের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা, চাই তা তাদের সম্মুখে হোক বা পশ্চাতে, অথবা তাদের মৃত্যুর পরে। যেমন ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) ও যাকারিয়া (আঃ) প্রমুখদের হত্যার পর আল্লাহ তাদের শত্রুদের দ্বারা তাদেরকে হত্যা ও লাঞ্ছিত করেন। আর যে ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ) কে শুলীবিদ্ধ করার অপচেষ্টা করেছিল, আল্লাহ রূমীদের দ্বারা তাদেরকে হত্যা ও অপমানিত করেন। আবার কিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আঃ) আসমান হতে অবতরণে দাজ্জাল ও তার সেনাবাহিনী ইহুদীদেরকে হত্যা করবেন, ক্রুস চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন, তখন ইসলাম ব্যতীত আর কিছু থাকবে না। (ইবঃ কাঃ)

وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٥٨ وَمَا

অল্ 'আর্‌দ্বি আক্‌বারু মিন্ খল্‌ক্বিন্না-সি অলা- কিন্‌না আক্‌ছারান্না- সি লা-ইয়া'লামূন্। ৫৮। অমা-
হতে আসমান-যমীন সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক কঠিন, কিন্তু অনেক মানুষই তা উপলব্ধি করতে পারে না। (৫৮) আর সমান

يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِىْٓءُ ؕ

ইয়াস্‌তাওয়িল্ আ''মা-অল্‌বাছীরু অল্লাযীনা আ-মানূ অ 'আমিলুছ্ ছোয়া- লিহা-তি অলাল্ মুসি — য়ু;
হতে পারে না যারা অন্ধ ও যারা চক্ষুষ্মান, আর যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নেককাজ করেছে, আর যারা দুষ্কৃতিকারী;

قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝٥٩ اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ

ক্বলীলাম্ মা-তাতাযাক্কারূন্। ৫৯। ইন্নাস্ সা-'আতা লা আ-তিয়াতুল্ লা-রাইবা ফীহা-অলা-কিন্না আক্‌ছারান্ না-সি
তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। (৫৯) নিঃসন্দেহে কেয়ামত আসবেই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তার প্রতি বিশ্বাস

لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٦٠ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ

লা-ইয়ু' মিনূন্। ৬০। অ ক্বা-লা রব্বুকুমুদ্‌'ঊনী ~ আস্‌তাজিব্ লাকুম্; ইন্নাল্লাযীনা ইয়াস্‌তাক্‌বিরূনা
স্থাপন করে না।(৬০) আর তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে আহ্বান কর, আমি অবশ্যই তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেব,

৬ ع ১০ ১১ রুকু

عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ۝٦١ اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ

'আন্ 'ইবা-দাতী সাইয়াদ্‌খুলূনা জ্বাহান্নামা দা-খিরীন্। ৬১। আল্লা- হুল্ লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ লাইলা
অবশ্য যারা আমার ইবাদতে অহংকারী, তারা লাঞ্ছিতাবস্থায় জাহান্নামে ঢুকবে। (৬১) আল্লাহ রাতকে সৃষ্টি করেছেন

لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ

লিতাস্‌কুনূ ফীহি অন্নাহা-রা মুব্‌ছিরা-; ইন্নাল্লা-হা লাযূ ফাদ্বলিন্ 'আলা ন্না-সি অলা-কিন্না আক্‌ছারান্
তোমাদের বিশ্রামের জন্য আর দিনকে আলোকময় করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অনেক

ওয়াকফে গোফরান

النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝٦٢ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؗ

না-সি লা-ইয়াশ্‌কুরূন্। ৬২। যা-লিকুমু ল্লা-হু রব্বুকুম্ খ-লিক্বু কুল্লি শাইয়িন্। লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া
মানুষই কৃতজ্ঞ নয়। (৬২) তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, তিনি সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই

فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝٦٣ كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

ফা আন্না-তু''ফাকূন্। ৬৩। কাযা-লিকা ইয়ু' ফাকুল্ লাযীনা কা-নূ বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ইয়াজ্‌হাদূন্।
তারপরও তোমরা কিতাবে বিভ্রান্ত হচ্ছ?(৬৩) এ'ভাবেই তারা বিভ্রান্ত হয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, ।

۝٦٤ اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ

৬৪। আল্লা-হুল্ লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আর্‌দ্বোয়া ক্বারারাঁও অস্‌সামা — য়া বিনা — য়াঁও অ ছোয়াওয়ারকুম্ ফাআহ্‌সানা
(৬৪) আল্লাহই সেই সত্তা যিনি ভূমিকে তোমাদের জন্য আবাস, আকাশকে ছাদ করলেন, আর তিনি তোমাদের অতি সুন্দর

صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ښ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ

ছুওয়্যারাকুম্ অরযাক্বকুম্ মিনাত্ব্ ত্বোয়াইয়্যিবা-ত্; যা- লিকুমুল্লা-হু রব্বুকুম্, ফাতাবা-রকাল্লা-হু রব্বুল্
আকৃতি প্রদান করেছেন, উত্তম রিযিক প্রদান করেছেন। তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব; বিশ্ব-রব আল্লাহ কত

الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾ هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۭ اَلْحَمْدُ

'আ-লামীন্। ৬৫। হুওয়াল্ হাইয়্যু লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া ফাদ্'উহু মুখ্‌লিছিনা লাহুদ্দী ন; আল্‌হাম্‌দু
মহান বরকতময়। (৬৫) তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, অনুগত চিত্তে তাঁকে আহ্বান কর; বিশ্ব-রব

لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٦﴾ قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

লিল্লা-হি রব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৬৬। ক্বুল্ ইন্নী নুহীতু আন্ আ'বুদাল্ লাযীনা তাদ্'উনা মিন্ দূনিল্লা-হি
আল্লাহরই সকল প্রশংসা। (৬৬) বলুন, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তাদের ইবাদতে আমি নিষেধপ্রাপ্ত।

لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ۡ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾ هُوَ

লাম্মা-জ্বা — য়ানিয়াল্ বাইয়্যিনা-তু মির্ রব্বী অউমির্‌তু আন্ উস্‌লিমা লিরব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৬৭। হুওয়াল্
রবের পক্ষ হতে নিদর্শন আসার পর আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্ব জগতের রবকে মেনে নিতে। (৬৭) তিনি তোমাদেরকে

الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

লাযী খালাক্বকুম্ মিন্ তুরা-বিন্ ছুম্মা মিন্ নুত্ব্‌ফাতিন্ ছুম্মা মিন্ 'আলাক্বাতিন্ ছুম্মা ইয়ুখ্‌রিজু্‌কুম্ ত্বিফ্‌লান্
মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, পরে শুক্রবিন্দু হতে, পরে রক্তপিণ্ড হতে, তারপর শিশুরূপে তোমাদেরকে বের করলেন, অতঃপর

ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ

ছুম্মা লিতাব্‌লুগূ ~ আশুদ্দাকুম্ ছুম্মা লিতাকূনূ শুইয়ূখান্ অমিন্‌কুম্ মাইঁ ইয়ুতাওয়াফ্‌ফা-মিন্ ক্বব্‌লু
তোমরা যেন যৌবনে উপনীত হও, পরে বৃদ্ধ হও। কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং কেউ বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেও মৃত্যু মুখে পতিত হয়

وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾ هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا

অ লিতাব্‌লুগূ ~ আজ্বালাম্ মুসাম্মাঁও অ লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বি লূন্। ৬৮। হুওয়াল্ লাযী ইয়ুহ্‌য়ী অইয়ুমীতু ফাইযা-
যেন নির্দিষ্ট কালে পৌঁছ, আর যেন তোমরা অনুধাবন কর। (৬৮) তিনি জীবন দেন এবং মারেন, আর তিনি কোন কিছু ৭

قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٩﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ ع ৮ ১২ রুকু

ক্বাদ্বোয়া ~ আম্‌রান্ ফাইন্নামা- ইয়াক্বূলু লাহূ কুন্ ফাইয়াকূন্। ৬৯। আলাম্ তারা ইলাল্ লাযীনা ইয়ুজ্বা- দিলূনা
করতে চাইলে কেবল বলেন, 'হও;' আর অমনি তা হয়ে যায়। (৬৯) আপনি কি দেখেন না, যারা আল্লাহর নিদর্শন

শানেনুযূল ঃ আয়াত–৬১ ঃ উল্লেখিত আয়াতে যখন এটা বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদের প্রার্থনা শুনেন, তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তাই এখন মুশরিকদেরকে দুটি কথা বলে দেয়া দরকার। একটি হল, আল্লাহ্ বর্তমান আছেন কিনা এবং তিনি সর্বশক্তিমান দাতা কিনা। তাদের এ ধারণা অনুসারেই আল্লাহ এ আয়াতে বলছেন, যে সত্তা তোমাদের বিশ্বাস ও শান্তির জন্য রাতকে এবং দেখার জন্য দিনকে অতিন্দ্রিয় অবস্থায় থেকেও যখন সৃষ্টি করেছেন, তবে এতে শুধু তাঁর অস্তিত্বই প্রমাণিত হয় না, বরং তিনি যে, মানুষের প্রতি বহু বড় অনুগ্রহপরায়ণ তা-ও প্রমাণিত হল। কিন্তু অনেক মানুষ এর প্রতি কৃতজ্ঞ নয়। এ বক্তব্যে বেঈমানদেরকে যে দ্বিতীয় বিষয় বলা প্রয়োজন ছিল তা-ই প্রমাণিত হয় না, অধিকন্তু তিনি যে মানুষের প্রতি বহু বড় অনুগ্রহ পরায়ণ তা-ও প্রমাণিত হল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এ বক্তব্যে বেঈমানদেরকে দ্বিতীয় যে বিষয় বলা প্রয়োজন ছিল তা-ও প্রমাণিত হল যে, আল্লাহই সমস্ত অনুগ্রহের সূত্র।

মোআনাক্বা-১৩

فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ﴿٧٠﴾ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا

ফী ~ আ-ইয়া-তিল্লা-হ্; আন্না- ইয়ুছ্রাফূন্। ৭০। আল্লাযীনা কায্যাবূ বিল্ কিতা-বি অ বিমা ~ আর্ছাল্না-
নিয়ে তর্ক করে? তারা কিভাবে বিভ্রান্ত হয়?(৭০) যারা আমার কিতাব ও আমার প্রেরিত রাসূলদের বহন করা বিষয়কে প্রত্যাখ্যান

بِهٖ رُسُلَنَا ۛ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾ اِذِ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ؕ يُسْحَبُوْنَ ٭

বিহী রুসুলানা-ফাসাওফা ইয়া'লামূন্।৭১। ইযিল্ আগ্লা-লু ফী ~ আ'না- ক্বিহিম্ অস্সালা-সিল্; ইয়ুস্হাবূন্
করে, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। (৭১) যখন তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে ও শৃঙ্খল দিয়ে হেচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে,

﴿٧٢﴾ فِى الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ٭

৭২। ফীল্ হামীমি ছুম্মা ফী ন্না-রি ইয়ুস্জারূন্। ৭৩। ছুম্মা ক্বীলা লাহুম্ আইনা মা-কুন্তুম্ তুশ্রিকূন্।
(৭২) গরম পানির দিকে, তারপর তারা আগুনে দগ্ধিভূত হবে, (৭৩) পরে বলা হবে, কোথায় গেল তোমাদের শরীকরা,

﴿٧٤﴾ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ؕ كَذٰلِكَ

৭৪। মিন্ দূ নিল্লা-হ্; ক্ব-লূ দ্বোয়াল্লূ 'আন্না- বাল্ লাম্ নাকুন্ নাদ্'ঊ মিন্ ক্ববলু শাইয়া-; কাযা-লিকা
(৭৪) আল্লাহ ছাড়া? তারা বলবে, তারা তো উধাও হয়ে গেছে, ইতোপূর্বে আমরা তো আর কারও উপাসনা করিনি, এভাবেই

يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٥﴾ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

ইয়ুদ্বিল্লু ল্লা-হুল্ কা-ফিরীন্। ৭৫। যা-লিকুম্ বিমা-কুন্তুম্ তাফ্রাহূনা ফিল্ আর্দ্বি বিগইরিল্ হাক্ব্ ক্বি
আল্লাহ কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। (৭৫) এটা এজন্য যে, তোমরা অযথা যমীনে আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকতে,

وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٦﴾ اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى

অবিমা-কুনতুম্ তাম্রাহূন্।৭৬। উদ্খুলূ ~ আব্ওয়া-বা জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা-ফাবি"সা মাস্ওয়াল্
আর দম্ভ করতে। (৭৬) তোমরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের দরজা দিয়েসেখানেপ্রবেশ কর অনন্তকাল অবস্থানের জন্য, কতই না নিকৃষ্ট

الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٧﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ

মুতাকাব্বিরীন্। ৭৭। ফাছ্বির্ ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি হাক্ব্ ক্ব্ন্ ফাইম্মা-নুরিইয়্যান্নাকা বা'দ্বোয়াল্ লাযী
অহংকারীদের আবাস। (৭৭) সুতরাং আপনি ধৈর্য ধরুন, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যে শাস্তির ওয়াদা তাদেরকে দেই তার কিছু

نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٨﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ

না'ইদুহুম্ আও নাতাওয়াফ্ফাইয়ান্নাকা ফাইলাইনা-ইয়ুর্জ্বা'ঊন্।৭৮। অলাক্বদ্ আর্সালনা- রুসুলাম্ মিন্ ক্ববলিকা মিন্হুম্
আপনাকে দেখালে বা আপনার মৃত্যু ঘটালে, সর্ববস্থায়ই তারা সবাই তো আমার নিকট আসবে। (৭৮) আপনার পূর্বে বহু রাসূল প্রেরণ

مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ

মান্ ক্বাছোয়াছ্না- 'আলাইকা; অমিন্হুম্ মাল্লাম্ নাক্ব্ ছুছ্ 'আলাইক্; অমা-কা-না লিরাসূ লিন্ আইঁ
করেছি, তাদের কতকের কাহিনী আপনার নিকট বিবৃত করেছি, আর কতকের করি নি। আর রাসূলের কাজ নয়, যে তারা আল্লাহর

- ৮৭

يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ

ইয়্যা 'তিয়া বিআ- ইয়া-তিন্ ইল্লা-বিইয্‌নি ল্লা-হি ফাইযা-জ্বা — য়া আম্‌রু ল্লা-হি ক্বু্‌দ্বিয়া বিল্ হাক্ব্‌ক্বি অখসিরা হুনা-লিকাল্

অনুমতি ছাড়া নিদর্শন উপস্থিত করা। অতঃপর যখন আল্লাহর নিদর্শন আসবে তখন যথার্থ ফয়সালা হবে, আর তখন বাতিল

الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٩﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * ৮ ع ১০ ১৩ রুকু

মুব্‌ত্বিলূন্। ৭৯। আল্লাহুল্ লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আন্'আ-মা লিতার্‌কাবূ মিন্‌হা-অ মিন্‌হা-তা'কুলূন্।

পন্থিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৭৯) আল্লাহ তোমাদের জন্য জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তার কিছুর উপর তোমরা আরোহণ করবে এবং কিছু খাবে।

﴿٨٠﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ

৮০। অলাকুম্ ফীহা-মানা ফি'উ অলিতাব্‌লুগূ 'আলাইহা-হা-জ্বাতান্ ফী ছুদূরিকুম্ অ'আলাইহা- অ'আলাল্ ফুল্‌কি

(৮০) তাতে তোমাদের জন্য উপকার রয়েছে, তা তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে, আর নৌযানে তোমাদেরকে বহন

تُحْمَلُونَ ﴿٨١﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿٨٢﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا

তুহ্‌মালূন্। ৮১। অ ইয়ুরীকুম্ আ-ইয়া-তিহী ফাআইয়্যা আ-ইয়া-তি ল্লা-হি তুন্‌কিরূন্। ৮২। আফালাম্ ইয়াসীরূ

করা হয়।(৮১) তিনি তোমাদেরকে নিদর্শন দেখান, অতএব তোমরা আল্লাহর কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করবে?(৮২) তারা কি যমীনে

فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ

ফিল্ আরদ্বি ফাইয়ান্‌জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্; কা-নূ ~ আক্‌ছার

পরিভ্রমণ করে দেখে নি, তাদের যারা গত হয়ে গেছে তাদের পরিণতি কেমনশোচনীয় হয়েছিল? তারা পৃথিবীতে এদের চেয়ে সংখ্যায়

مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ *

মিন্‌হুম্ অআশাদ্দা ক্বু্‌ওয়্যাতাঁও অআ-ছা-রান্ ফিল্ আরদ্বি ফামা ~ আগ্‌না- 'আন্‌হুম্ মা-কা-নূ ইয়াক্‌সিবূন্।

অনেক বেশি ছিল, শক্তি-সামর্থ ও কীর্তি স্থাপনে অনেক বেশি প্রবল ছিল। কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি।

﴿٨٣﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم

৮৩। ফালাম্মা জ্বা — য়াত্ হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্‌বাইয়্যিনা-তি ফারিহূ বিমা-'ইন্‌দা হুম্ মিনাল্ 'ইলমি অহা-ক্ব বিহিম্

(৮৩) যখন প্রমাণসহ রাসূলরা আগমন করত। তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের জন্য অহঙ্কার করেছিল।(৮৪) যা নিয়ে তারা তামাসা

مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٤﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ

মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্‌যিয়ূন্। ৮৪। ফালাম্মা-র আও বা''সানা-ক্বা-লূ ~ আ-মান্না- বিল্লা-হি ওয়াহ্‌দাহূ অ

করত তাই তাদের পরিবেষ্টন করল। অতঃপর যখন তারা তাদের প্রত্যক্ষ করল তখন তারা বলল, আমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান

كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٥﴾ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ

কাফারনা-বিমা-কুন্না-বিহী মুশ্‌রিকীন্। ৮৫। ফালাম্ ইয়াকু ইয়ান্‌ফা'উহুম্ ঈমা-নুহুম্ লাম্মা রায়াও বা''সানা-;

আনলাম এবং তাঁর সাথে যাদের শরীক সাব্যস্ত করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম (৮৫) বস্তুতঃ তাদের ঈমান কোন কাজে আসে নি

৭ ع ৭ ১৪ রুকু

سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ٭

সুন্নাতাল্লা-হিল্লাতী ক্বদ্ খলাত্ ফী 'ইবা-দিহী অখসির হুনা-লিকাল্ কা-ফিরূন্

যা আযাব দেখে ঈমান এনেছিল, আল্লাহর এ নিয়ম পূর্ব থেকে তাঁর বান্দাহদের মধ্যেও ছিল, আর কাফেররাই ক্ষতিগ্রস্ত হল।

সূরা হা-মীম-সাজ্‌দাহ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫৪
রুকূ ঃ ৬

① حٰمٓ ② تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ③ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا

১। হা-মী — ম্। ২। তান্‌যীলুম্ মিনার্ রহমা-নির রহীম্। ৩। কিতাবুন্ ফুছ্ছিলাত্ আ-ইয়া-তুহূ ক্বুর্‌আ-নান্ 'আরবিয়্যাল্

(১) হা মীম। (২) পরম করুণাময় দয়ালুর অবতারিত। (৩) এ কিতাবের আয়াতসমূহ আরবীতে বিশদভাবে বিবৃত

لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ④ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ⑤ وَ

লিক্বওমিঁই ইয়া'লামূ ন্। ৪। বাশীরাঁও অ নাযীরান্ ফা'আরদ্বোয়া আক্‌ছারুহুম্ ফাহুম্ লা-ইয়াস্ মা'উন্। ৫। অ

হয়েছে জ্ঞানীদের জন্য। (৪) সুখবর ও সতর্ককারীরূপে, তাদের অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, শুনবে না। (৫) তারা

قَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا

ক্ব-লূ ক্বুলূবুনা ফী ~ আকিন্নাতিম্ মিম্মা-তাদ্‌উ'না ~ ইলাইহি অফী ~ আ-যা-নিনা অক্ব্‌রুঁও অ মিম্ বাইনিনা-

বলে, যে দিকে তোমরা আহ্বান করছ, সে ব্যাপারে আমাদের অন্তরে পর্দা আর আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং

وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ⑥ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ

অ বাইনিকা হিজ্বা-বুন্ ফা'মাল্ ইন্নানা- 'আ-মিলূন্। ৬। ক্বুল্ ইন্নামা ~ আনা বাশারুম্ মিছ্‌লুকুম্ ইয়ূহা ~ ইলাইয়া

তোমার ও আমাদের মাঝে পর্দা আছে; অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও অপেক্ষা করি। (৬) বলুন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ন্যায়

اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ٭

আন্নামা ~ ইলা-হুকুম্ ইলা-হুঁও ওয়া- হিদুন্ ফাস্তাক্বীমূ ~ ইলাইহি অস্‌তাগ্‌ফিরূহু; অ ওয়াইলু ল্লিল্ মুশ্‌রিকীন্।

মানুষ, আমার কাছে প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ এক, তাঁকেই ধারণ কর, ক্ষমা প্রার্থনা কর, ধ্বংস মুশরিকদের জন্য।

⑦ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ⑧ اِنَّ الَّذِيْنَ

৭। আল্লাযীনা লা-ইয়ু''তূনায্ যাকা-তা অহুম্ বিল্ আ-খিরতি হুম্ কা-ফিরূন্। ৮। ইন্নাল্ লাযীনা

(৭) যারা যাকাত প্রদান করে না, তারা আখেরাতের প্রতিও ঈমান রাখে না।(৮) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও

আয়াত-১ ঃ এর অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন, অতঃপর পবিত্র কোরআন আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব হওয়ার কথা বর্ণনা করতেছেন ঃ এটা এমন একটি কিতাব যা পরম করুণাময় আল্লাহর স্বীয় অনুগ্রহে মানুষের সাফল্যের জন্য নাযিল করেছেন, যাতে তিনটি বিশেষ সার্থক বৈশিষ্ট্য রয়েছে,১। এতে আয়াতসমূহে বিশদভাবে বর্ণিত হওয়া, জটিলতা না থাকা; ২। আরবরাই এর প্রথম শ্রোতা তাদেরই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করা প্রয়োজন; ৩। এতে ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদের এবং অবাধ্যদের জন্য ভয় প্রদর্শনের কথা রয়েছে। কাফেরদের বোকামির জন্য বলছেন, এ সুস্পষ্ট প্রমাণ সম্বলিত কিতাবও তারা শুনছে না বরং তা উপেক্ষা করে যায়। (বয়ানুল কোরআন)

• তিন চতুর্থাংশ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٩﴾ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ ع ১ ৮ ১৫ রুকু

আ-মানূ অ 'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি লাহুম্ আজ্‌রুন্ গইরু মাম্‌নূন্। ৯। ক্বু-ল্ আয়িন্নাকুম্ লাতাক্‌ফুরূনা

নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে অগণিত প্রতিদান যা কখনও রহিত হবার নয়। (৯) আপনি বলে দিন, যিনি দুদিনে

بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ ذٰلِكَ رَبُّ

বিল্লাযী খলাক্বল্ আরদ্বোয়া ফী ইয়াওমাইনি অতাজ্‌'আলূনা লাহূ ~ আন্‌দা-দা; যা- লিকা রব্বুল্

এ দুনিয়া সৃষ্টি করলেন, তাঁকেই কি অস্বীকার করবে এবং তোমরা কি তাঁর জন্য সমকক্ষ দাঁড় করবেই? তিনি সারা

الْعٰلَمِينَ ﴿١٠﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا

'আ-লামীন্। ১০। অ জ্বা'আলা ফীহা-রাওয়া- সিয়া মিন্ ফাওক্বিহা- অ বা-রকা ফীহা-অক্বদ্দারা ফীহা ~ আক্ব্‌অ ওয়া- তাহা-

জাহানের রব। (১০) তিনি তাতে পর্বতরাজ স্থাপন করলেন এবং তাতে বরকত দিলেন ও সকল প্রার্থীর জন্য চারদিনে

فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۖ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ﴿١١﴾ ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ

ফী ~ আর্‌বা'আতি আইয়্যা-ম্; সাওয়া — য়াল্ লিস্‌সা — য়িলীন্। ১১। ছুম্মাস্ তাওয়া ~ ইলাস্ সামা — য়ি অহিয়া দুখা-নুন্

খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন,যা প্রশ্নকারীদের জন্য গণনায় পরিপূর্ণ রয়েছে। (১১) পরে ধুঁয়াময় আকাশের প্রতি মনোনিবেশ করলেন।

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۖ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۞

ফাক্ব-লা লাহা-অলিল্ আরদ্বি'' তিইয়া- ত্বোয়াও'আন্ আও কার্‌হা-; ক্ব-লাতা ~ আতাইনা- ত্বোয়া — য়ি'ঈন্।

তারপর তাকেও যমীনকে বললেন, তোমাদের উভয়ে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় আস। বলল, স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে আসলাম।

﴿١٢﴾ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحٰى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا

১২। ফাক্বাদ্বোয়া-হুন্না সাব্'আ সামা-ওয়া-তিন্ ফী ইওয়ামাইনি অআওহা-ফী কুল্লি সামা —য়িন্ আম্‌রহা-; অযাইয়্যান্নাস্

(১২) তারপর তিনি দুদিনে সপ্তাকাশ সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেক আসমানে তার জন্য বিধান জানালেন, আর আমি নিকটতম

السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٣﴾ فَإِنْ

সামা — য়াদ্ দুন্‌ইয়া-বিমাছোয়া-বীহা অহিফ্‌জোয়া-; যা- লিকা তাক্ব্‌দীরুল্ 'আযীযিল্ 'আলীম্। ১৩। ফাইন্

আকাশকে প্রদীপ দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং তাকে সুরক্ষিত করলাম। এটা পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। (১৩) যদি

أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٤﴾ إِذْ جَاءَتْهُمُ

আ'রাদ্বূ ফাকু-ল্ আন্‌যার্‌তুকুম্ ছোয়া-'ইক্বতাম্ মিছ্‌লা ছোয়া-'ইক্বতি 'আ-দিঁও অছামূদ্। ১৪। ইয্ জ্বা — য়াত্‌হুমুর্

বিমুখ হয় বলুন, আমি তোমাদের শাস্তির ভয় দেখাচ্ছি আদ ও ছামূদের শাস্তির অনুরূপ। (১৪) যখন তাদের কাছে

الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ

রুসুলূ মিম্ বাইনি আইদীহিম্ অমিন্ খল্‌ফিহিম্ আল্লা তা'বুদূ ~ ইল্লাল্লা-হ্; ক্ব-লূ লাও শা — য়া

রাসূল আগমন করল, সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে এবং বলল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তখন তারা বলল, রব যদি চাইতেন

رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿١٥﴾ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا

রব্বুনা-লাআন্‌যালা মালা — য়িকাতান্ ফাইন্না বিমা ~ উর্‌সিল্‌তুম্ বিহী কা-ফিরূন্। ১৫। ফাআম্মা- 'আদুন্ ফাস্‌তাক্‌বারূ
ফেরেশ্‌তা পাঠাতেন। সুতরাং তোমাদের আনা বিষয়কে আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম। (১৫) অনন্তর আদ জাতির ব্যাপার তো

فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۗ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ

ফিল্ আর্‌দ্বি বিগইরিল্ হাক্ব্ক্বি অক্বা-লূ মান্ আশাদ্দু মিন্না-ক্বু ওয়্যাহ্; আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্নাল্লা-হাল্
এরূপ যে, তারা যমীনে অযথা দম্ভ করত এবং বলত আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর কে আছে? তারা কি দেখে না যে,

الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۗ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿١٦﴾ فَأَرْسَلْنَا

লাযী খলাক্বহুম্ হুওয়া আশাদ্দু মিন্‌হুম্ ক্বু ওয়্যাহ্; অকা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা- ইয়াজ্‌হাদূন্। ১৬। ফাআর্‌সাল্‌না-
তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর? বস্তুতঃ তারা আমার আয়াতসমূহ অমান্য করে। (১৬) অতএব

عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ

'আলাইহিম্ রীহান্ ছোয়ার্ ছোয়ারান্ ফী ~ আইয়্যা- মিন্ নাহিসাতিল্ লিনুযীক্বহুম্ 'আযা-বাল্ খিয্‌ইয়ি
আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু,পার্থিব জীবনে তাদেরকে অপমানকর শাস্তি আস্বাদন করানোর জন্য।

فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٧﴾ وَأَمَّا

ফীল্‌হাইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-; অ লা'আযা-বুল্ আ-খিরতি আখ্‌যা-অহুম্ লা-ইয়ুন্‌ছোয়ারূন্ ১৭। অ আম্মা-
আর পরকালের শাস্তি তো আরো অধিক লাঞ্ছনাকর, সেখানে তারা কোন সাহায্যও পাবে না। (১৭) আর আমি ছামূদ

ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَأَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ

ছামূদু ফাহাদাইনা-হুম্ ফাস্‌তাহাব্বুল্ 'আমা-'আলাল্ হুদা-ফাআখাযাত্‌হুম্ ছোয়া-'ইক্বতুল্ 'আযা-বিল্
সম্প্রদায়কে হেদায়াত প্রদান করলাম, কিন্তু তারা হেদায়াতের স্থলে ভ্রষ্টতাই গ্রহণ করল, আর অপমানকর শাস্তি তাদেরকে

২ ع ১০ ১৬ রুকু

الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٨﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿١٩﴾ وَ

হূনি বিমা-কা-নূ ইয়াক্‌সিবূন্। ১৮। অ নাজ্জাইনাল্ লাযীনা আ-মানূ অকা-নূ ইয়াত্তাক্বূন্। ১৯। অ
পাকড়াও করল তাদের কৃতকর্মের কারণে। (১৮) আর আমি যারা মু'মিন তাদেরকে রক্ষা করেছি, তারা মুত্তাকী ছিল। (১৯) আর আমি

يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللّٰهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٢٠﴾ حَتّٰىٓ إِذَا مَا جَآءُوْهَا

ইয়াওমা ইয়ুহ্‌শারু আ-দা — য়ু ল্লা- হি ইলান্নারি ফাহুম্ ইয়ূযা'উন্। ২০। হাত্তা ~ ইযা -মা-জ্বা — য়ূহা-
যেদিন আল্লাহর শত্রুকে অগ্নিতে একত্রিত করা হবে এবং বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। (২০) এমন কি তারা যখন জাহান্নামের

শানেনুযূলঃ আয়াত–২০ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহর ফেরেশতারা যখন কাফেরদের অপকির্তীসমূহ তাদের সম্মুখে পেশ করা হবে তখন কাফেররা তা অস্বীকার করে বলবে, হে আল্লাহ্! এ সব কিছুই আমরা করি নি। এ ফেরেশতারা আমাদের শত্রু, শত্রুতাবশতঃ আমাদের প্রতি মিথ্যা লিখে এনেছে। সুতরাং, আমাদের বিপরীতে আমাদের কোন বন্ধু এসে সাক্ষ্য দিলে তাই গৃহীত হওয়া চাই। তখন মানুষের হস্ত, পদ, মাংস ও চর্মকে আল্লাহ সাক্ষ্যদানের আদেশ দেবেন। তোমাদের মাধ্যমে এরা যেসব কর্ম করেছিল, সেসব কর্মের বর্ণনা দাও। তারা তখন পৃথিবীতে যেসব অপকর্ম তারা করেছিল ঐ সমস্ত কিছুর বর্ণনা তারা দেবে।

شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾ وَقَالُوا

শাহিদা 'আলাইহিম্ সাম্'উহুম্ অআব্ছোয়া-রুহুম্ অ জু্লূদুহুম্ বিমা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ২১। অ ক্বা-লূ
নিকটবর্তী হবে তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। (২১) আর তখন তারা

لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

লিজু্লূদিহিম্ লিমা-শাহিত্তুম্ 'আলাইনা-; ক্বা-লূ ~ আন্ত্বোয়াক্বনা ল্লা- হুল্ লাযী ~ আন্ত্বোয়াক্ব কুল্লা শাইয়িও
তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে কেন? তখন তারা বলবে, সব কিছুর বাক শক্তিদাতা আল্লাহ আমাদেরকে

وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ

অহুওয়া খলাক্বকুম্ আওয়্যালা মাররতাঁও অইলাইহি তুর্জা'উন্। ২২। অমা-কুন্তুম্ তাস্তাতিরূনা আইঁ ইয়াশ্হাদা
কথা বলার শক্তি প্রদান করেছেন, তিনি তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই কাছে যাবে। (২২) আর তোমরা কিছুই লুকাতে

عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ

'আলাইকুম্ সাম্উ'কুম্ অলা ~ আব্ছোয়া-রুকুম্ অলা- জু্লূদুকুম্ অলা- কিন্ জোয়ানান্তুম্ আন্না ল্লা-হা লা-ইয়া'লামু
পারবে না, তোমাদের বিপক্ষে তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক সাক্ষ্য প্রদান করবে। অথচ তোমরা ধারণা করতে যে, আল্লাহ

كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ

কাছীরাম্ মিম্মা-তা'মালূন্। ২৩। অ যা-লিকুম্ জোয়ান্নু কুমুল্লাযী জোয়ানান্তুম্ বিরব্বিকুম্ আর্দা-কুম্
তোমাদের বহু কর্ম সম্পর্কেই অবগত নন।(২৩) তোমাদের রব সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে বিপদে ফেলেছে, তোমরা

فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٤﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۖ وَإِنْ

ফাআছ্বাহ্তুম্ মিনাল্ খ-সিরীন্ ২৪। ফাইঁ ইয়াছ্বিরু ফান্না-রু মাছ্ওয়াল্ লাহুম্ অইঁ
ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ।(২৪) এখন তারা যদি ধৈর্য ধারণ করে, তবুও আগুনেই তাদের আবাস হবে, তারা যদি কোন ওজর

يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٥﴾ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ

ইয়াস্তা'তিবূ ফামা-হুম্ মিনাল্ মু'তাবীন্। ২৫। অ ক্বইয়াদ্বনা-লাহুম্ কু্রনা — য়া ফাযাইয়ানূ লাহুম্ মা- বাইনা
পেশ করতে চায়, তবুও তা কবূল করা হবে না। (২৫) আর আমি তাদের জন্য কতক সহচর নির্ধারণ করেছি, যারা তাদের

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ

আইদীহিম্ অমা- খল্ফাহুম্ অহাক্ব্ক্ব 'আলাইহিমুল্ ক্বাওলু ফী ~ উমামিন্ ক্বদ্ খলাত্ মিন্ ক্বব্লিহিম্ মিনাল্
পূর্বা-পর সব কিছু শোভন করে পরিদর্শন করাল; আর তাদের জন্যও পূর্বে যেসব জ্বিন ও মানুষ ছিল তাদের মত

আয়াত-২১ঃ হাদীসের বর্ণনানুযায়ী কাফিরদেরকে বিচার কেন্দ্রে উপস্থিত করা হবে, তথা হতে দোযখ দেখা যাবে। যখন বিচার কার্য আরম্ভ হবে, তখন তাদের চক্ষু, কর্ণ ও চামড়া সকলে তাদের বিরুদ্ধে তাদের কু-কর্মের সাক্ষ্য প্রদান করবে। (বঃ কোঃ)
আয়াত-২২ ঃ তাদের ধৈর্য ও নীরবতা দেখে আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করবেন না। যেমন পৃথিবীতে তাদের প্রতি দয়া করা হয়। (বঃ কোঃ) আয়াত-২৪ ঃ কেননা, তোমরা ধারণা করতে যে, আল্লাহ মানুষের কার্য সম্বন্ধে অবগত নন। আবার তোমরা তোমাদের যাবতীয় শিরক ও পাপ কার্যকে অপরাধ মনে করত না। (বঃ কোঃ)

ع ٣ ٦ ١٧ রুকু

الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا

জ্বিন্নি অল্ ইন্সি ইন্নাহুম্ কা-নূ খ-সিরীন্। ২৬। অ ক্ব- লাল্ লাযীনা কাফারূ লা-তাস্মা'উ

শাস্তি বাস্তবায়িত হল, নিশ্চয়ই তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। (২৬) আর যারা কাফের তারা একজন অন্যজনকে বলে, এ কোরআন

لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا

লিহা-যাল্ ক্বুর্আ-নি অল্গও ফীহি লা'আল্লাকুম্ তাগ্লিবূন্। ২৭। ফালানুযী ক্বান্না ল্ লাযীনা কাফারূ 'আযা-বান্

তোমরা শ্রবণ করো না গণ্ডগোল করো, যাতে তোমরা জয় লাভ করতে পার। (২৭) অতএব আমি কাফেরদেরকে চরম

شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ

শাদীদাঁও অলা-নাজ্ যিইয়ান্নাহুম্ আস্ওয়াল্ লাযী কা-নূ ইয়া'মালূন্। ২৮। যা-লিকা জ্বাযা — য়ু আ'দা — য়ি

শাস্তি প্রদান করব, আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের কুকর্মের প্রতিফল প্রদান করব। (২৮) আল্লাহর শত্রুদের পরিণতি

اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ؕ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ

ল্লা-হিন্ না- রু লাহুম্ ফীহা-দারুল্ খুল্দ; জ্বাযা — য়াম্ বিমা- কা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা- ইয়াজ্ হাদূন্।

আগুনই, তাতেই রয়েছে তাদের জন্য অনন্তকালের আবাস, কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত।

﴿٢٩﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا

২৯। অক্ব-লাল্লাযীনা কাফারূ রব্বানা ~ আরিনাল্ লাযাইনি আদ্বোয়াল্লা-না- মিনাল্ জ্বিন্নি অল্ইন্সি না'জ্বআল্হুমা-

(২৯) কাফেররা বলবে, হে আমাদের রব! যে জ্বিন ও মানুষ আমাদেরকে বিভ্রান্ত করল, আমাদেরকে তাদের উভয়কে দেখিয়ে

تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٣٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ

তাহ্তা আক্বদা-মিনা- লিইয়াকূনা মিনাল্ আস্ফালীন্। ৩০। ইন্নাল্ লাযীনা ক্ব-লূ রব্বুনাল্লা-হু ছুম্মাস্

দিন, আমরা তাদের উভয়কে পায়ের নিচে রেখে লাঞ্ছিত করব। (৩০) নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, তারপর

اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا

তাক্ব-মূ তাতানায্যালু 'আলাইহিমুল্ মালা — য়িকাতু আল্লা-তাখ -ফূ অলা-তাহ্যানূ অআব্শিরূ

তার উপর দৃঢ় থাকে, তাদের নিকট ফেরেশ্তা আসে,(এবং বলে) তোমরা ভয় পেয়ো না আর চিন্তা করো না, আনন্দিত হও,

بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٣١﴾ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي

বিল্জ্বান্নাতিল্লাতী কুন্তুম্ তূ আ'দূ ন্। ৩১। নাহ্নু আও লিয়া — য়ুকুম্ ফীল্ হাইয়া-তিদ্দুন্ইয়া-অ ফীল

সেই জান্নাতের জন্য যার প্রতিশ্রুত তোমাদের দেয়া হয়েছিল। (৩১) দুনিয়ার জীবনে ও পরকালে আমিই তোমাদের বন্ধু, সেথায়

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৬ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, "আমি একবার কা'বা গৃহের পর্দার অন্তরালে গোপনে ছিলাম, তখন ছকীফ গোত্রের আবদে এয়ালীল ও বরীয়াহ্ এবং কোরাইশ গোত্রের ছফওয়ান এ তিনজন আসল আর চুপে চুপে কথা বলতে লাগল, তখন তাদের একজন বলল, কি আল্লাহপাক আমাদের এ কথাসমূহও শুনছেন? দ্বিতীয় একজন বলল; না তিনি উচ্চঃস্বরে বললেই শুনবেন। তৃতীয় জন বলল যদি কিছু শুনেন, তবে সবই শুনেন। হযরত ইবনে মাসউদ বলেন, আমি এ ঘটনাটি হুযূর (ছঃ)-এর দরবারে বর্ণনা করলাম, তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝٣٢ نُزُلًا

আ- খিরতি অলাকুম্ ফীহা-মা-তাশ্‌তাহী ~ আন্‌ফুসুকুম্ অলাকুম্ ফীহা- মা-তাদ্দা'উন্ ৩২। নুযুলাম্

তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মনের কাম্য বস্তু আছে, যা কিছু তোমরা চাইবে তা-ই পাবে। (৩২) এই হবে পরম

مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ۝٣٣ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ ৪ ع ৭ ১৮ রুকু

মিন্ গফূরির্ রহীম্। ৩৩। অমান্ আহ্‌সানু ক্বওলাম্ মিম্মান্ দা'আ ~ ইলাল্লা-হি অ'আমিলা ছোয়া- লিহাঁও অ ক্ব-লা

ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুর (আল্লাহ) পক্ষ হতে আপ্যায়ন। (৩৩) আর তার চেয়ে কথায় উত্তম আর কে আছে, যে আল্লাহর দিকে

إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝٣٤ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ

ইন্নানী মিনাল্ মুস্‌লিমীন্। ৩৪। অলা-তাস্‌তাওয়িল্ হাসানাতু অলাস্ সাইয়্যিয়াহ্; ইদ্‌ফা' বিল্লাতী হিয়া

আহ্বান করে, নিজে নেক আমল করে এবং বলে, আমি তো একজন মুসলিম।(৩৪) আর ভাল ও মন্দ কখনও সমান নয়। মন্দকে

أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝٣٥ وَمَا يُلَقَّاهَا

আহ্‌সানু ফাইযাল্ লাযী বাইনাকা অবাইনাহূ 'আদা-ওয়াতুন্ কায়ান্নাহূ অলিয়্যুন হামীম্। ৩৫। অমা-ইয়ুলাক্ব ক্ব-হা ~

উৎকৃষ্ট দিয়ে আঘাত কর, ফলে তোমার সঙ্গে যার শত্রুতা, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। (৩৫) আর এ চরিত্রের অধিকারী কেবল

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝٣٦ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ

ইল্লাল্ লাযীনা ছবারূ অমা- ইয়ুলাক্বক্ব-হা ~ ইল্লা-যূ হাজ্‌জিন্ 'আজীম্। ৩৬। অ ইম্মা-ইয়ান্‌যাগন্নাকা মিনাশ্

তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল, এ গুণের অধিকারী মহাভাগ্যবানদেরকেই করা হয়।(৩৬) আর যদি শয়তানের কোন প্ররোচনা আপনাকে

الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٣٧ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ

শাইত্বোয়া-নি নায্‌গুন্ ফাস্‌তা'ইয্ বিল্লা-হ্; ইন্নাহূ হুওয়াস্ সামী'উল্ 'আলীম্। ৩৭। অ মিন্ আ-ইয়া-তিহি ল্লাইলু

প্ররোচিত করে,তবে আপনি আল্লাহর শরণাপন্ন হবেন। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শুনেন, সব কিছু জানেন। (৩৭) আর তাঁর

وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّٰهِ

অন্‌নাহা-রু অশ্ শাম্‌সু অল্ ক্বমার; লা- তাস্‌জুদূ লিশ্‌শাম্‌সি অলা-লিল্‌ক্বমারি অস্‌জুদূ লিল্লা-হিল্

নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা করো না; আর সিজদা কর সেই আল্লাহকেই

الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝٣٨ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ

লাযী খলাক্বহুন্না ইন্ কুন্‌তুম্ ইয়্যা-হু তা'বুদূন্। ৩৮। ফায়িনিস্ তাক্‌বারূ ফাল্লাযীনা 'ইন্‌দা

যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করতে চাও।(৩৮) আর তারা অহংকারী হলেও যারা রবের কাছে

টীকা-(১) আয়াত-৩৩ ঃ আল্লাহর প্রতি আহ্বানের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূর্খদের পক্ষ হতে বিপদ ও কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়। কাজেই পরবর্তী আয়াতে বিশেষ করে সে সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কেও তাঁর অনুচরবৃন্দকে সদ্ব্যবহারের শিক্ষা প্রদান করছেন। (বঃ কোঃ) আয়াত-৩৭ ঃ অর্থাৎ তিনিই সেজদার যোগ্য, যিনি সৃষ্টির ক্ষমতা রাখেন। আর যে স্বীয় সৃষ্টিতে অন্যের মুখাপেক্ষী সে সেজদার যোগ্য নয়। এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, আওলিয়াদেরকে ও তা'যিয়াকে সেজদা করা হারাম। অনেক মূর্খ লোক বলে থাকে, ফেরেশতারা হযরত আদম (আঃ) কে এবং ইয়াকূব (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ) কে সেজদা করেছিলেন। আমরাও এভাবে বুযুর্গদেরকে সেজদা করি। কিন্তু এটি ভুল ধারণা। কেননা, পূর্বের ধর্মে এ ধরনের সেজদা জায়েয ছিল। আমাদের ধর্মে নাজায়েয। (ইমাঃ হিন্দ)

সিজদাহ-১১

ربك يسبحون له باليل والنهار وهم لا يسئمون ۝٣٩ ومن ايته انك

রব্বিকা ইয়ুসাব্বিহূনা লাহূ বিল্লাইলি অন্নাহা-রি অহুম্ লা-ইয়াস্য়ামূন্। ৩৯। অমিন্ আ-ইয়া-তিহী ~ আন্নাকা
রয়েছে, তারা তো রাত-দিন তাঁরই মহিমা বর্ণনা করে, এতে তারা একটুও ক্লান্ত হয় না।(৩৯) আর তাঁর কুদরতের মধ্যে আর একটি

ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ط ان

তারল্ আরদ্বোয়া খ-শি'আতান্ ফাইযা ~ আন্যাল্না-'আলাইহাল্ মা — য়াহ্ তায্যাত্ অ রবাত্; ইন্নাল
নিদর্শন হল, আপনি যমীনকে মৃতবৎ শুষ্ক দেখেন, অতঃপর আমি যখন তার উপর পানি বর্ষণ করি তখন তা সজীব ও শস্য-শ্যামল

الذى احياها لمحى الموتى ط انه على كل شيء قدير ۝٤٠ ان الذين

লাযী ~ আহ্ইয়া-হা -লামুহ্য়িল্ মাওতা-; ইন্নাহূ 'আ লা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর্। ৪০। ইন্নাল্লাযীনা
হয়ে উঠে। নিশ্চয়ই যিনি তাতে জীবন দেন, তিনি মৃতের জীবনদাতা। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশক্তিমান। (৪০) নিশ্চয়ই যারা

يلحدون فى ايتنا لا يخفون علينا ط افمن يلقى فى النار خير ام من

ইয়ুল্হিদূনা ফী ~ আ-ইয়া-তিনা-লা-ইয়াখ্ফাওনা 'আলাইনা-; আফামাইঁ ইয়ুল্ক্ব-ফী ন্না-রি খইরুন্ আম্ মাইঁ
আমার আয়াতে হঠকারিতা করে, আমার কাছে তার কোন কিছু গোপন নেই, অনন্তর যে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে সে কি উত্তম,

يأتى امنا يوم القيمة ط اعملوا ما شئتم لا انه بما تعملون بصير ۝٤١ ان

ইয়া''তী ~ আ- মিনাইঁ ইয়াওমাল্ কিয়া-মাহ্; 'ইমালূ মা- শি''তুম্ ইন্নাহূ বিমা- তা'মালূনা বাছীর্। ৪১। ইন্নাল্
না কি যে পরকালে নিরাপদে বেহেশতে থাকবে? তোমরা যা ইচ্ছা কর; নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের কর্ম দেখেন। (৪১) তারা অস্বীকার

الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ج وانه لكتب عزيز ۝٤٢ لا يأتيه

লাযীনা কাফারূ বিয্যিক্রি লাম্মা জা — য়া হুম্ অইন্নাহূ লাকিতা-বুন্ 'আযীয্। ৪২। লা-ইয়া''তীহিল্
করল তাদের কাছে উপদেশ আসার পর, আর অবশ্যই এটা সুদৃঢ় কিতাব।(৪২) এতে কোন মিথ্যা অনুপ্রবেশ করবে না, সামনের

الباطل من بين يديه ولا من خلفه ط تنزيل من حكيم حميد ۝٤٣ ما يقال

বা-ত্বিলু মিম্ বাইনি ইয়াদাইহি অলা-মিন্ খল্ফিহ্; তান্যীলুম্ মিন্ হাকীমিন্ হামীদ্। ৪৩। মা-ইয়ুক্ব-লু
দিকে থেকেও নয় এবং পিছনের দিক থেকেও নয়। এটা বিজ্ঞ, প্রশংসিতের পক্ষ হতে অবতারিত। (৪৩) আপনাকেও সে

لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ط ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب

লাকা-ইল্লা-মা-ক্বদ্ ক্বীলা লিররুসুলি মিন্ ক্বব্লিক; ইন্না রব্বাকা লাযূ মাগ্ফিরাতিঁও অযূ 'ইক্ব-বিন্
কথাই বলা হয় যা আপনার পূর্বেকার রাসূলদেরকে বলা হত, আপনার রব তো বড়ই ক্ষমাশীল, মহা যন্ত্রণাদায়ক

আয়াত-৩৯ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান এবং তিনি যে মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম, এ আয়াতে তার একটি প্রাকৃতিক নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। যমীন যখন তরু-লতা ও তৃণ-শস্যশূন্য থাকে, তখন তা অচল-নিরস ও বিশুষ্ক মৃতবৎ বলে মনে হয়। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা যখন উক্ত যমীনে বারি বর্ষণ করেন, তখন তাতে নানারূপ তৃণ-শস্য ও তরু-লতা জন্মে এবং বাতাসে যখন সেগুলো দোল খেতে থাকে, তখন উক্ত অচল ও মৃতবৎ শুষ্ক ভূমি সচল ও সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। সুতরাং যিনি মৃতবৎ বিশুষ্ক ভূমিকে সরস ও সঞ্জীবিত করতে পারেন, তিনি যে মৃত মানব ও জীব-জন্তুকেও পুনর্জ্জীবিত করতে পারেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

أَلِيمٍ ﴿٤٤﴾ وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥٓ ۖ ءَا۬عْجَمِىٌّ তাসহীল

আলীম্ । ৪৪ । অলাওজ্বা'আল্‌না -হু কু্‌র্‌আ-নান্ আ'জ্বামিয়্যাল্ লাক্বা-লূ লাও লা-ফুছ্‌ছিলাত্ আ-ইয়াতুহ্; আ আ'জ্বামিইয়্যুঁও
শান্তিদাতা। (৪৪) আর আমি যদি এ কোরআনকে অনারবী [১] লোকদের নিকট নাযিল করতাম, তবে তারা বলত, আয়াতের

وَعَرَبِىٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ

অ 'আরাবী; ক্বুল্ হুঅ লিল্লাযীনা আ-মানূ হুদাঁও অ শিফা — য়্; অল্লাযীনা লা-ইয়ু''মিনূনা ফী ~
ব্যাখ্যা করা হয় নি কেন, তা অনারবী, সে আরবী? আপনি বলে দিন এটা যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য হেদায়াত ও রোগ প্রতিকার [২],

ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ★ ৫ ع ১২ ১৯ রুকু

আ-যা-নিহিম্ অক্বরুঁও অহুওয়া 'আলাইহিম্ 'আমা; উলা — য়িকা ইয়ুনা -দাওনা মিম্ মাকা-নিম্ বা'ঈদ্।
আর যারা ঈমান আনে নি তাদের কানে বধিরতা, আর এ কোরআন তাদের অন্ধত্বস্বরূপ যেন তাদেরকে দূর হতে আহ্বান করা হয়।

﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن

৪৫। অলাক্বদ্ আ-তাইনা- মূসাল্ কিতা-বা ফাখ্‌তুলিফা ফীহ্; অলাওলা-কালিমাতুন্ সাবাক্বত্ মির্
(৪৫) আর আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করলাম, তাতে মতভেদ সৃষ্টি হল, আপনার রবের পক্ষ-থেকে পূর্বসিদ্ধান্ত না থাকলে

رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٦﴾ مَّنْ عَمِلَ

রব্বিকা লাকুদ্বিয়া বাইনাহুম্; অইন্নাহুম্ লাফী শাক্‌কিম্ মিন্‌হু মুরীব্ ।৪৬। মান্ 'আমিলা
তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত, আর তারা তাতে বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে আছে। (৪৬) যে ব্যক্তি নেক কাজ করে সে তার

صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ★

ছোয়া-লিহান্ ফালিনাফ্‌সিহী অ মান্ আসা — য়া ফা'আলাইহা-; অমা- রব্বুকা বিজোয়াল্লা- মিল্ লিল্'আবীদ্।
নিজের কল্যাণের জন্য নেক করে, আর যদি মন্দ করে, তবে নিজের বিরুদ্ধেই করে। আর রব বান্দাহদের প্রতি জালিম নন।

আয়াত-৪৪ ঃ টীকা ঃ (১) অর্থাৎ আরবী ভাষার লোক এর উপর যদি আ'যমী কোরআন নাযিল হলে তারা বলত, যা সে নিজেও বুঝে না, কিভাবে অবতীর্ণ হল? ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ, ইকরামা ও ইবনে যুবাইর (রহঃ) হতেও এ অর্থ বর্ণিত। (বঃ কোঃ) টীকা ঃ (২) অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি বলে দিন যে, কোরআন মান্যকারীদের জন্য পদপ্রদর্শক। আর দ্বিধা-সন্দেহ ইত্যাদি অন্তরের রোগ এর দ্বারা বিদূরীত হয়ে যায়। আর অমান্যকারীদের কানে এটি বোঝাস্বরূপ। অর্থাৎ তারা কোরআনের বিষয়-বস্তুকে বুঝে না, আর তার বর্ণনায় সৎ পথে আসে না। আর যে বলা হয়েছে বহু দূর হতে তাদেরকে আহ্বান করা হয়। মুজাহিদ (রঃ) বলেন, এর অর্থ হল, কোরআন তাদের হৃদয় হতে বহু দূরে। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন, এর অর্থ হল, তাদের সাথে বাক্যালাপকারী যেন বহু দূরবর্তী স্থান হতে তাদেরকে আহ্বান করছে, তার কথা তাদের বুঝে আসে না। (বঃ কোঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত-৪৪ ঃ মক্কার কাফেররা যেহেতু হিংসা পরায়ণতা, মূর্খতা হঠধর্মীতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল, তাই তারা বলতে লাগল, এ কোরআন অন্য কোন ভাষায় কেন নাযিল হল না? যদি আজমী অর্থাৎ অনারবী কোন ভাষায় নাযিল হত তবেই তো এর মু'জিযা হত বা অজেয় অলৌকিক শক্তিধর হওয়ার কথা বিকাশ লাভ করত অর্থাৎ আরবী মানুষ অনারবী ভাষায় কথা বলছে, কি আশ্চর্য বিষয়! তাদের উক্তির উত্তরে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ব্যাখ্যাঃ ১। বলুন, 'এ কোরআন মু'মিনদের জন্য'। এ আয়াতেও কাফিরদেরকে উত্তর দেয়ার আদেশ দিচ্ছেন। অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলুন, এ কোরআন শরীফ ঈমানদারদের জন্য সৎকাজের পথপ্রদর্শক এবং যে অসৎ কাজে অন্তরে ব্যাধি সৃষ্টি হয়, এ কোরআন অনুসারে চললে সেই ব্যাধির উপশম হয়। সুতরাং এটি ঈমানদারদের উপকার সাধনা করেছে। ২। "তাদের কে যেন কোন দূরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হয়।" অর্থাৎ এরা এ সত্য শ্রবণ না করার মধ্যে এরূপ যেন কাকেও দূর হতে আহ্বান করা হচ্ছে, সে কিন্তু কেবল শব্দ শুনবে কিছু বুঝবে না। মোটকথা, কোরআন শরীফে কোন দোষ নেই, দোষ তোমাদেরই হৃদয়ে ও ইন্দ্রিয় শক্তির অকর্মন্যতা জনিত। যা দ্বারা কোরআন শরীফ এদের সকলের জন্য অন্ধত্বের কারণ হয়েছে।

আয়াত-৪৫ঃ 'আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি'। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর সান্ত্বনার জন্য সংক্ষিপ্তভাবে ইতিপূর্বে রাসুলদের কথা মোটামুটিভাবে বলেছিলেন। এখানে হযরত মুসা (আঃ)-এর কথা বিশেষভাবে বলছেন। অর্থাৎ হে নবী! আপনার সঙ্গে নূতনভাবে কোন বিরোধ হচ্ছে না, বরং হযরত মুসা (আঃ)-এর সঙ্গেও এবং অন্যান্যদের সঙ্গেও হয়েছিল। কেউ মেনে ছিল, কেউ মানে নি। সুতরাং আপনি কেন দুঃখ করবেন? আবহমান কাল হতেই তো এরূপ চলে আসছে।